CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 November 2021 ■ আগরতলা ১৩ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৬ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধর্ষিতা ছাত্রীর আত্মহত্যা, আসামী গ্রেপ্তারের দাবীতে এবিভিপির থানা ঘেরাও, দিনভর উত্তপ্ত কমলপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। ধলাই জেলার কমলপুরের হালাহোলি গ্রামে প্রতিবেশী ডাক মামা ডেকে নিয়ে এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে। লোকলজ্জার ভয়ে ওই নাবালিকা ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা ভাইরাল হতেই কমলপুর মহকুমা জুড়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।এবিভিপি ছাত্র সংগঠন ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে।ধলাই জেলার কমলপুরের হালাহোলি গ্রামে গত ৪ নভেম্বর কালী পূজার দিন রাতে এক নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে প্রতিবেশী মামা ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষককারীর নাম সৌরভ শীল। পিতা দিলীপ শীল।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার সকালে এবিভিপি সংগঠনের ছাত্র ছাত্রীরা হালহুলি গ্রামে ধর্ষক সৌরভ শীলের বাড়িতে ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সৌরভ শীলের পরিবারের সদস্যদের ক্ষোভের মুখে পড়ে। পুলিশ গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়ে দুই এবিভিপি সংগঠনের ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসলে এবিভিপি ছাত্র সংগঠন কয়েক ঘন্টা থানা ঘেরাও করে রাখে। এরপর থানা থেকে দুই ছাত্রকে ছেড়ে দিলে থানা ঘেরাও মুক্ত হয়। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, আমবাসা মহকুমার চন্দ্রাইছড়া এলাকার নাবালিকা মেয়ে কমলপুরের হালহুলি গ্রামে মামা ননী শীলের বাড়িতে থেকে কৃষ্ণ চন্দ্র বালিকা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো।

গত ৪ নভেম্বর কালী পূজার রাতে কমলপুর থানার অন্তর্গত হালহুলি পঞ্চায়েত সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ শীলের ছেলে সৌরভ শীল পাশের বাড়ির ননী শীলের ভাগ্নি নবম শ্রেনীর ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে ধর্ষন করে। রাতে ঘটনাটি তার মামা, মামী সহ ফোনে মাকে জানায়। এবিষয় নিয়ে নাবালিকা মেয়েটির মা, মামা, মামীরা ছেলের বাড়ির অভিভাবকদের জানালে ছেলের বাড়ির লোকজন উল্টো মেয়ে বাড়ির লোকজনকে ধমক দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা জানতে পেরে নাবালিকা মেয়ে পরের দিন অর্থাৎ ৫ নভেম্বর বিষ খেয়ে ফেলে। সাথে সাথে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

তার অবস্থা আরও অবনতি এদিন জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। গত ৭ নভেম্বর জিবি হাসপাতালে মারা যায়।এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কমলপুর থানায় সৌরভ শীলের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা দায়ের করেন মেয়ের বাবা সুজিত শীল।এই মৃত্যুর ঘটনা ভাইরাল হতেই কমলপুর এবিভিপির ছাত্র ছাত্রীরা ধিক্কার জানিয়ে শুক্রবার ধর্ষক সৌরভ শীলের বাড়িতে প্রতিবাদ জানাতে গেলে সৌরভের পরিবারের সদস্যরা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে বলে এবিভিপি ছাত্র সংগঠন থেকে অভিযোগ করা হয়। এদিকে ধর্ষক সৌরভের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, এবিভিপির ছাত্ররা বাড়িতে এসে হামলা চালায়। এরজন্য পুলিশ দু'জনকে ধরে নিয়ে যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্ররোচনামূলক পোস্ট দেয়ায় ধৃত প্রাক্তন পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ নভেম্বর।। সোস্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অনেক অপ্রকাশিত সংবাদ ও ভালো মন্দ বিষয়ে জনগণ অবহিত হচ্ছেন। এই ধরনের সোস্যাল মিডিয়াতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও প্ররোচনামূলক বিষয় শেয়ার করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ব্যাক্তিকে সাইবার ক্রাইম আইনে আটক করেছেন রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম দুলাল মিয়া পালোয়ান (৬০)।

উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত খিলপাড়া রাম সাগর ও মহেন্দ্র সাগর নামে জোড়া দিঘির দক্ষিণ মধ্য পাড়া এলাকায়। দুলাল মিঞা রাজ্য পুলিশের একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ঐ পুলিশ দুলাল মিঞাকে আটক করে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসেন। সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত অপরাধ কাজে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে দুলাল মিঞার বিরুদ্ধে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান পুলিশের নজরে তাই সাইবার ক্রাইম আইনে তাকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে তার নিজ বাড়ি থেকে রাধাকিশোরপুর থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টকে বিভ্রান্ত করেছে তৃণমূল, দাবি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারকে যে আদেশ দিয়েছে, সেই ব্যাপারে সরকারের প্রতিক্রিয়া জানালেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সুশান্ত চৌধুরী জানান, সুপ্রিম কোর্টকে তৃণমূল কংগ্রেস বিভ্রান্ত করেছে।

সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশকে কেন্দ্র করে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ কায়েম করার চেষ্টা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট যে আদেশ রাজ্য সরকারকে দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পেলাম রাজ্যের বাইরের কিছু মিডিয়া সারা দেশে একটা বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে যে রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব জোর ধাক্কা খেয়েছে। সারা দেশে মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আজকে আমরা দেখেছি তৃণমূল নেতৃত্বরা সুপ্রিম কোর্টের দোহাই দিয়ে মিথ্য প্রচার করছে।

সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রথমত তৃণমূল যে এফিডেভিট দিয়েছে সেটা ভুল তথ্য দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টকে মিসগাইড করা হয়েছে। ত্রিশ অক্টোবর হাইকোর্ট শুনানী করেনি তৃণমূলের আবেদনের। এই তথ্য সুপ্রিম কোর্টে দেয়া হয়েছে। কিন্তু, ওইদিন রাতে হাইকোর্টে শুনানী হয়েছে। তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে পনের দিনের মধ্যে রেলে কাটা পড়ে দুজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। বাড়ি যোগেন্দ্র নগর এলাকায়। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে চাপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্নমলয় রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। বাড়ি যোগেন্দ্র নগর এলাকায়।

তার মা এবং দুই সন্তান রয়েছে। প্রায় ছয় মাস আগে তার স্ত্রী পরপুরুষের হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। এরপর থেকে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন রেল লাইনে কাটা পরে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে খন্ডিত মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু পরপরই স্থানীয় লোকজন তার মাকে খবর দেন। খবর পেয়ে অভাগিনী মা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি জানান তার পুত্রবধু অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে চলে যাওয়ার পর থেকেই বিশ্বজিৎ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে সে কারণেই সে রেলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।উল্লেখ্য আগরতলা সংলগ্ন এলাকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গত কয়েক বছরে রেলে কাটা পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। অনেকেই রেলওয়ে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যাকে সহজ উপায়ে খাবে বেছে নিচ্ছে।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত মহিলা পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর।। যান দুর্ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা বিভিন্ন এলাকায় পিছু ছাড়ছে না। প্রতিনিয়তই কোন না কোন জায়গায় যান দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেই চলছে। ফের যান দুর্ঘটনায় আহত ষাটোর্ধ বৃদ্ধা মহিলার। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে রাজ্যের রেফারেল জিবি হাসপাতাল। আহত বৃদ্ধা মহিলার নাম সন্ধ্যা মজুমদার। বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন নয়নপুর এলাকায় শুক্রবার আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ। সংবাদে জানা যায়, এই বৃদ্ধ মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অনির্ধারিত সীমান্ত পরিদর্শন করতে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অনির্ধারিত সীমান্ত পরিদর্শন করতে ত্রিপুরা সফরে আসছে কেন্দ্রীয় দল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে বর্ডার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সচিব বিবেক যোশি, আইএএস, সহ সিনিয়র আমলাদের একটি দল পরিস্থিতি এবং চলমান প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করতে আগামী ১৩ থেকে ১৪ নভেম্বর রাজ্য সফর করবে।

ত্রিপুরা সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি ডি রায়ের জারি করা একটি চিঠিতে জানানো হয়েছে যে প্রতিনিধিদল শনিবার কলকাতা থেকে রাজ্যে আসবে এবং আগরতলায় মুখ্য সচিব, বিএসএফ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করবেন।

দলটি বিএসএফ হেলিকপ্টারে করে ধলাইতে সীমান্ত অবকাঠামো প্রকল্প (এনপিসিসি বেড়া এবং সড়ক প্রকল্প), মুহুরিচর নদীর অনির্ধারিত সীমানা এবং সোনামুড়ার বেড়হীন ফাঁকা জায়গা পরিদর্শন করবেন।ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব আশিস কুমার, যোগাযোগ কর্মকর্তা আর কে যাদব সাথে থাকবেন।

ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বিবেক জোশী, আইএএস, সচিব, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, আশিস কুমার, যুগ্ম সচিব এবং আর কে যাদব লিয়াসেন অফিসার ত্রিপুরা সফরের সময় সরকারী অতিথি হিসেবে বিবেচিত হবেন।

পুলিশের মহানির্দেশককে ত্রিপুরায় অতিথিদের থাকার সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে ধলাই, দক্ষিণ ও সিপাহিজালার জেলা শাসক এবং কালেক্টরকে তাঁদের সফরের সময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গাড়ি চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর।। বৈদ্যুতিক কাজ সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবলে প্রাণ হারালো এক যুবক। মৃত যুবকের নাম দীপঙ্কর সরকার বয়স আনুমানিক ৩১।পিতা দিলীপ সরকার। পেশায় ব্যবসায়ী সে গাড়ী চালক। মৃত যুবকটির বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন কৃষ্ণপুরের বালু ছড়া এলাকায়। যুবকটির অস্বাভাবিক মৃত্যুতে গোটা এলাকার জুড়ে নেমে পড়েছে শোকের ছায়া।

সংবাদে জানা যায়, দীপঙ্কর সরকার তার নিজের বাড়িতে শুকর ঘরের বৈদ্যুতিক কাজ সারাই করতে যায়। সারাই কাজের কোন এক সময় দীপঙ্কর সরকার বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকে। দীর্ঘক্ষণ মাটিতে পরে থাকার পর তার বাড়ির পাশের লোকজন দেখতে পায় এবং বাড়ির লোকদের অবগত করে। লোকেরা বাড়ির লোকেরা গিয়ে দেখতে পায় বৈদ্যুতিক তার দীপঙ্করের শরীরের মধ্যে পরে রয়েছে। পরে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে তার দেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সৌরজিত দাস প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এটাকে দীপঙ্করের পেটে আঙ্গুলের চামড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রাহকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাউন্ট থেকে টাকা মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ, এসবিআই বড়দোয়ালী শাখায় ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। বড়দোয়ালী স্টেট ব্যাঙ্কের পরিসেবা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন ভোক্তারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার স্টেট ব্যাংকের সামনে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বড়দোয়ালী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের মারাত্মকভাবে হয়রানি ও প্রতারণা করে চলেছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। হয়রানির বিষয়টি এবার প্রকাশ্যে এলো।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ১ গ্রাহক চেয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বড়দোয়ালী ব্রাঞ্চে এম আই এস করতে। কিন্তু এস বি আই ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের টাকা মিউচুয়াল ফান্ডে জমা করে দেয় বলে অভিযোগ। আর তাতেই গ্রাহক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী এবং টি এস আর জওয়ান মোতায়েন করা হয়।

প্রতারণার শিকার ভোক্তা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন। স্টেট ব্যাংকের শাখায় তাদের সঙ্গে এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা রীতিমতো হতাশাজনক। এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং অভিযোগকারীর যাতে সুষ্ঠু বিচার পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় মানুষজন এবং অন্যান্য ভোক্তারাও দাবি জানিয়েছেন। এ ধরনের কার্যকলাপ এর ফলে ব্যাংকের প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিভিন্ন জায়গায় নির্বচনী সন্ত্রাসের অভিযোগ, একাধিক মামলা থানায়

পুর ও নগর ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ধর্মনগর/ আমবাসা, ১২ নভেম্বর।। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলের প্রচার তুঙ্গে উঠছে ঠিক তেমনি হিংসাত্মক কার্যকলাপ মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগরতলা পুরো নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ও প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে।আগরতলা পুর নিগমের

৩৩ নং ওয়ার্ড বটতলা বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার শয্যা নষ্ট করে দিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে থানায় এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ফেস্টুন ও অন্যান্য প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দেওয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক বলেন এভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার সজ্জা , ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ইত্যাদি নষ্ট করে দিয়ে এবং পুড়িয়ে দিয়ে মানুষের ভোট রাখা যাবে না।

রাজ্যের জনগণকে যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন বলে তিনি জানান। বিজেপিতে বর্তমানে সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন নেতা ও কর্মী নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সে কারণেই বিরোধী দলের প্রচার শয্যা নষ্ট করে দেওয়ার এর ধরনের নোংরা চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এসব কাজে যারা জড়িত তাদেরকে সমাজবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক। প্রসঙ্গক্রমে সুবল বাবু আরো বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর যখন রাজ্য সফরে আসেন তার আগে আগরতলা শহরের সর্বত্র ফেস্টুন ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এইসব সমাজ দ্র হীরা সবকিছু তুলে নিয়ে গেছে।

এদিকে, ধর্মনগর পুর পরিষদ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী মানুষী মালাকারের স্বামীর উপর আক্রমণ এবং তার বাড়ির উপর হামলা করে, ভাঙচুরের প্রতিবাদে সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুললেন প্রার্থী মানসী মালাকার। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকেই ধর্মনগরে আট জন প্রার্থীকে নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাইক এবং গাড়ি রেলি হয়।শহর পরিক্রমা শেষ করে যখন যখন রেলিটি বটরশি অর্থাৎ ২৩ নং ওয়ার্ডে পৌঁছায় তখন খবর আসে ১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মানসী মালাকারের বাড়িতে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতী আঘাত হেনেছে। সেখান থেকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি রূপময় ভট্টাচার্য সহ কংগ্রেস দল এখানে রেলি সমাপ্ত করে সরাসরি থানায় চলে আসে। থানায় ওসির অসভ্য আচরণ এবং থানার ভেতরে কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের সদস্যরা। এদিকে দুস্কৃতিকারীরা মানসী মালাকারের বাড়ির ঠাকুর ঘর ভেঙ্গে দেয় ।আজ অর্থাৎ শুক্রবার মানসী মালাকার এই হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিকদের মুখাপেক্ষী হয় ।সে দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ-এর সুবিধাভোগীদের আর্থিক সহায়তা রিলিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ এর সুবিধাভোগীদের আর্থিক সহায়তা রিলিজ করবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের একজন আধিকারিক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কার্যত দিল্লি থেকে সুবিধাভোগীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন যখন তার সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা ভার্চুয়ালী যোগ দেবেন।

সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পের অধীনে ১.৫৯ লক্ষ বাড়ি অনুমোদনের ঘোষণা করেছিলেন।

নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের তাদের ঘর তৈরি করতে হবে এবং সেই জন্য, প্রথম কিস্তিতে প্রতিটি সুবিধাভোগীকে ৪৮,৪৬০ টাকা দেওয়া হবে এবং পরবর্তী কিস্তিতে লিন্টন পর্যন্ত বাড়ির নির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। সুবিধাভোগীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দলের ভোটের প্রচার

আগরতলা পুর নিগমের ৩৩ নং ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থীর ভোট প্রচার।

আগরতলা পুর নিগমের ২২ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর ভোট প্রচার।

আগরতলা পুর নিগমের ৩ নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট প্রার্থীর ভোট প্রচার।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৭ ▫ ১৩ নভেম্বর ২০২১ ইং ▫ ২৬ কার্ত্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে শুরু করিয়া শাকসবজি ইত্যাদির মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ যেন সিঁদুরে মেঘ।আর বোধহয় একেই বলে, সর্ষের মধ্যে ভূত! নামেই সর্ষের তেল, অথচ তাতে সর্ষে নামক বস্তুটির নামগন্ধ নাই। সর্ষের তেলের রং, গন্ধ ও ঝাঁঝের সঙ্গে আমরা পরিচিত। আর সর্ষের তেল বাঙালির বড় প্রিয়। আমিষ হোক কি নিরামিষঝাঁঝালো সর্ষের তেলে রান্না না-হইলে বহু ভোজনরসিকের মুখে রুচি আসে না। বাঙালির এই দুর্বলতাকে হাতিয়ার করিয়াই শাঁসালো ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। সস্তার অপরিশোধিত পাম, রাইস ব্র্যান কিংবা সয়াবিন তেলকেই তারা দামি সর্ষের তেলে রূপান্তরিত করে, ভয়ানক কিছু রাসায়নিক পদার্থ মিশাইয়া। চক্রটি লকডাউনের সময় থেকেই এই পাপ ব্যবসা ফাদিয়াছিল।

ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) পর্যবেক্ষণ অনুসারে, ভোজ্য তেলে মিশানো হয় ট্রাই-অর্থো-ক্রেসল-ফসফেট (টিওসিপি)। এটা বাস্তবে একধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। এ থেকে ধীরে ধীরে পেটে ব্যথা, পেশির দুর্বলতা ও কিডনির অসুখ হয়। সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না-হইলে প্যারালিসিস পর্যন্ত হইতে পারে। কৃত্রিম গন্ধ ও ঝাঁঝ আনার জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সাধারণত কার্সিনোজেনিক। তাই এর থেকে ক্যান্সার হওয়ারও ভয় থাকে। এই সমস্যা, ভয় বহুদিনের এবং বারোমাসের। তবে সেটা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, পেট্রল-ডিজেলের পাশাপাশি ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে সর্ষের তেলের দাম। আপাতত সর্ষের তেলের লিটার প্রতি দর ২২০ টাকা ছুঁই ছুঁই। তবে পিছাইয়া নাই অন্য ভোজ্য তেলগুলিও। দামের দৌড়ে সয়াবিন, পাম, সূর্যমুখী, তুষ প্রভৃতির তেলও সমানে পাল্লা দিতেছে।এই সময় যত ভেজাল মিশানো যাইবে তত বেশি লাভ। অতএব অসাধু কারবারিবা এমন মুহূর্তে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে, বিশ্বাস করা কঠিন। তাহাদের দাঁত নখ বাহির করিবার এটাই সেরা মওকা। সত্যিই সিঁদুরে মেঘ দেখিতে পাইতেছি আমরা। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে তাই এখনই বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। সর্ষের তেলে যে-কোনও ধরনের ভেজাল মিশানো রুখিতে এফএসএসএআই আগেই নির্দেশিকা জারি করিয়াছিল।ভেজাল দূরে থাক, 'সর্ষের তেল' নামে যা বিক্রি হইবে তাহাতে পাম, সয়াবিন বা অন্যকোনও তেলও মিলানো যাইবে না। নির্দেশিকাটি ২০২০ সালের ১ অক্টোবর থেকে বলবৎ রহিয়াছে। এই নির্দেশ কঠোরভাবে মান্য করা হইতেছে কি না খোঁজ নিতে হইবে। ভেজাল রুখিতে এফএসএসএআই সারা দেশ থেকে মাঝেমধ্যেই নমুনা সংগ্রহ করে, পরে সেগুলি পরীক্ষিত হয় ল্যাবে। তাহার ভিত্তিতেই হাইপারমার্কেট, সুপারমার্কেট থেকে সাধারণ মুদি দোকান সর্বত্র তেল বিক্রির অনুমতি পায়। তাহাদের এমন নজরদারি এই সময় আরও বাড়াইতে হইবে। শুধু আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিলে হইবে না, ভোজ্য তেলের দাম দ্রুত কমাইবার ব্যাপারেও আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হইবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। দেশের সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে অসাধ্য সাধন করা অনায়াসেই সম্ভব হইবে।

নবান্নের অদূরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি. স.) নবান্নর কাছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর নীচে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুন লাগল পূর্ত দফতরের তারের গুদামে। শুক্রবার বিকেলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চলছে। গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে নবান্নে প্রবেশের মুখে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের নীচে পিডব্লিউডি-র তারের গুদামে আগুন লাগে। আগুন লেগে আওয়াজ করে ফাটতে থাকে তারগুলি। এতে এলাকায় সাময়িক আতঙ্ক ছড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছয় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছে তারা। আগুন ছড়িয়ে পড়া রোখা ছাড়াও তাপে অ্যাপ্রোচ রোডের কংক্রিটে যেন কোনও ক্ষতি না হয় তাও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দমকলের কাছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পূর্ত দফতরের গোডাউনের পাশেই ছিল একটি প্রতিমার কাঠামো তৈরির ঘর। সেখানেই প্রথম আগুন লাগে। শেষ পাওয়া খবরে আগুন নিয়ন্ত্রণে। নবান্ন চত্বরের ঠিক বাইরে কী করে অনুমতিহীন প্রতিমা তৈরির ঘর চলছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পদ্মশ্রী সম্মানিত ডা. কান্নানকে সংবর্ধনা কাছাড় জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : পদ্মশ্রী পদকে সম্মানিত ডা. রবি কান্নানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। আজ শুক্রবার জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ ডা. কান্নানের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে একটি অভিনন্দনপত্র তুলে দিয়েছেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়খলার বিধায়ক মিসবাহুল ইসলাম লস্কর, এআইইউডিএফের কাছাড় জেলা সভাপতি সামিনুল হক বড়ভুইয়াঁ, তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য রাহুল আলম লস্কর, রাজদীপ দেবরায়, শান্তিকুমার সিং, বিজেপি কার্যকর্তা গোপাল রায়, সিপিআইএম নেতা দুলাল মিত্র, কাছাড় ক্যানসার হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক নীলমাধব দাস, ক্যানসার হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা কল্যাণ চক্রবর্তী, ডা. ইকবাল বাহার প্রমুখ।

গ্রেফতার মাওবাদী নেতা প্রশান্ত বোস, ধৃত তার স্ত্রী শিলা মারান্ডিও

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : সাফল্য ঝাড়খণ্ড পুলিশের। গোপন অভিযানে গ্রেফতার মাওবাদী নেতা প্রশান্ত বোস ওরফে কিষাণদা। গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর স্ত্রী শিলা মারান্ডিকেও। শুক্রবার সাতসকালে পুরুলিয়া আসার পথে ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা- খরসোওয়া জেলার কাঁড়রা থানার গিদ্দিবেড়া টোল ট্যাক্স থেকে সিপিআই (মাওবাদী) পলিটব্যুরো সদস্য ও তাঁর স্ত্রী শিলা মারান্ডিকে 'গ্রেফতার' করেছে ঝাড়খন্ড পুলিশ। তাদের সঙ্গে দুই যুবক ও এক বধুকে আটক করেছে পুলিশ। ওই বধুর কোলে একটি ছোট্ট শিশু রয়েছে। কিষানজির মৃত্যুর পর মাওবাদী দমনে 'কিষানদা'র 'গ্রেপ্তার' দেশের কাছে বড় সাফল্য বলেই মনে করছে ঝাড়খন্ড পুলিশ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যাদবপুরের বিজয়গড় কলোনির বাসিন্দা কিষানদা সিপিআই (মাওবাদী) গঠনের পর থেকেই কেন্দ্রীয় মিলিটারি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাই এই নেতাকে নিয়ে মাথাব্যথা ছিল দেশের মাওবাদী উপদ্রুত রাজ্যগুলির। তাই মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়ে কিষানদার মাথার দাম রেখে ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। ঝাড়খন্ডে তাঁর মাথার দাম এক কোটি টাকা। ১৯৭০ সাল থেকে কিষানদা মূলত ঝাড়খন্ডেই ছিলেন। ২০০৪ সালের পর থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি ইস্টার্ন রিজিয়ন সম্পাদক পদে সংগঠনের কাজ সামলান। ৭৫ বছর বয়সি কিষান, বর্তমানে বিহার, ঝাড়খণ্ড, বাংলা এবং উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বে ছিলেন। বলা যায়. ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার জঙ্গলে বসেই দেশের মাওবাদী কার্যকলাপের পরিচালনা করতেনন তাই তাঁকে সিপিআই (মাওবাদী) থিঙ্ক ট্যাংক বলা হত। তবে মাঝে মধ্যে তিনি ছত্তিশগড়ও যেতেন। তাঁর স্ত্রী শিলা মারান্ডি একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির। কৃষাণদা বহুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসার জন্য তিনি মাঝে মধ্যেই বাইরে আসতেন। গতমাসে মাওবাদী নেতা মহারাজ প্রামাণিক আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণের আগে তাঁর সঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঝামেলা হয়। তিনি বিদ্রোহ করেন, পরে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সূত্রের খবর, তাঁর কাছ থেকে প্রশান্ত বোসের তথ্য পেয়েছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ। উল্লেখ্য, তাঁর স্ত্রী শিলা মারান্ডি ২০০৬ সালে ওড়িশায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। পরে তাঁকে রউরকেল্লা জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৬০ বছর বয়সি শিলা মারান্ডি পাঁচ বছর আগে ফের সিপিআই মাও ইস্ট দলে যোগ দেন। বর্তমানে একদিকে তিনি যেমন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি তিনি দেশ জুড়ে মাওবাদীর দলের মহিলা শাখার দেখাশোনা করতেন। শিলা ঝাড়খণ্ড ধানবাদ জেলার বাসিন্দা। তাকে হেমা আসা বুধানি এবং গুড্ডি নামেও ডাকা হত দলে।

'স্থির প্রত্যয়ের পথে এক যাত্রী'

চিন্ময় গুহ

এই অনুত্তরণীয় অন্ধকারে নৌকাডুবি থামছে না যেন। আবুল হাসনাতের (১৯৪৫-২০২০) প্রয়াণের পর এক বছর সম্পূর্ণ হল। বাংলাদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক এবং চিন্তকদের কাছে, হাসনাতভাই, এপারে হাসনাতদা।শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, স্থির প্রত্যয়ের পথে এক যাত্রী। সাম্প্রতিক অতীতের আরও অনেক দীর্ঘশ্বাসের মতো এই প্রয়াণও আমাদের বুকে বিঁধে আছে শক্তিশেলের মতো।

এই সংকট-মুহূর্তে ঐশ্বরিক জানাওয়ালা এই মুক্তমনা সম্পাদক। কবি, সাতিহ্যপিয়াসীকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। যেমন প্রয়োজন ছিল একই মাসে চলে যাওয়া অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর স্বপন মজুমজারকে।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা অনেকে দিশাহারা হয়েছি। যেন আপনজনের আপনজন। এত দুঃখ তো আমরা অনেক মহীরুহের জন্যও পাইনি। অসুস্থ অবস্থাতেও শঙ্খ ঘোষ শ্রুতিলিখন দিয়েছিলেন 'কালিও কলম'-এর আবুল হাসনাত স্মরণ সংখ্যার জন্য হাসনাতের সঙ্গের মুহূর্তগুলির অভিঘাত তাঁর 'জীবনে অনেকটাই বড় হয়ে আছে। যেমন হাতের ওপর হাত রাখা খুব সহজ নয়, তেমনই দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ ফসলকে শনাক্ত করে ঘরে তোলা সহজ ছিল না। যাঁরা জানেন তাঁর বুঝবেন, এক ক্ষোভিত আর নিশ্চিরিত্র সময়ে সহৃদয়, উদার , বিনম্র মানুষটি হয়ে উঠেছিলেন দুই বাংলার বহুস্তর সংস্কৃতির আনন্দমন্দিরা, এক প্রতীক।

নিজেকে ছায়ানটের মতো নাচের আড়ালে রেখে কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন এক সময়ের অক্লান্ত বাম কর্মী? এ যেনড তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা।

আবুল হাসনাত নেই, এটা কেমন করে মেনে নিই? লিখেছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি ছিলেন ওই যে বলে আলো-বাতাসের মতো থাকা সেই ভাবেই। গণসাহিত্য। থেকে শুরু। তারপর দীর্ঘকাল তাঁর সম্পাদিত দৈনিক সংবাদ-এর সাহিত্যপাতা আর বিশেষ সংখ্যার জন্য মানুষ ওই কাগজ কিনতেন, মনে করিয়ে দিয়েছেন আহমদ রফিক। পরে সম্পাদনা করেছেন এক সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক 'কালি ও কলম'। ঋদ্ধ চেতনার কর্মযজ্ঞ, লিখেছেন সেলিনা হোসেন।

ভালবাসতে তো সবাই পারেন না। একজোড়া উজ্জ্বল চোখের নরম ও মৃদুস্বরের আমন্ত্রণে মুগ্ধ হননি এমন সত্যিকারের লিখিয়ে বিরল। হাসান আজিজুল হক লিখেছেন, "আগে যখন হাসনাত সংবাদ এ ছিল, তখনও তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। তরপর যখন কালি ও কলম-এ যোদ দিল সেটার মান ভাল হতে হতে এমন জায়গায় হাসনাত নিয়ে গিয়েছিল যে এটা দুই বাংলাতেই একটা উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকা হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করল। এবং এটা যে করা গিয়েছে তা হাসনাতের জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

> এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের সম্পাদক ও পরে সভাপতি হাসনাতদা মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দফতর পরিচালনা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে জয়ের পর ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর ফিরে গিয়েছেন দেশে। আপন পেশার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও আফ্রা এশীয় গণসংহতি পরিষদ ও লেখক সমিতি, এবং বাংলাদেশের হয়ে অন্যান্য আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

আর যেভাবে সে লেখা সংগ্রহ করত, করতে পারতও সেটা আর কারো জন্যে অসম্ভব একটা ব্যাপার ছিল। সত্যি বলতে কী কালি ও কলমে লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। হাসনাতের কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মনে হয়েছে তিনি সম্পাদকের সম্পাদক। তাঁকে তিনি টেনে এনেছিলেন শিল্পকলার সমুদ্রতটে। শিল্প সাহিত্যে এমন প্রজ্ঞা আমি ও বাংলায় বেশি কেধিনি। কালি ও কলম-এর সঙ্গে শিল্প ও শিল্পী সম্পাদনা করেছেন। সবসময় যে তিনি এক নতুন আবিষ্কারের আনন্দে কাঁপছেন। চোখে এত অদ্ভুত দীপ্তি।যেন এক্ষুনি খুলে যাবে ক্রমসর্জমান জগৎপারাবার। অথচ সেই শিহরণ স্নায়ুশিরায় লুকিয়ে রাখছেন তিনি। এই হন্তারক সময়ে নানা বৈপরীত্যকে একসূত্রে গ্রথিত করা কি সহজ কথা? ছায়ানট সংস্থার এক প্রধান স্তম্ভ আবুল হাসনাত যেন এক সাংগীতিক ছন্দে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন সৃষ্টির নানা বিন্দু।

এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের সম্পাদক ও পরে সভাপতি হাসনাতদা মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দফতর পরিচালনা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে জয়ের পর ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর ফিরে গিয়েছেন দেশে। আপন পেশার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও আফ্রা এশীয় গণসংহতি পরিষদ ও লেখক সমিতি, এবং বাংলাদেশের হয়ে অন্যান্য আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

শুধু শিশু কিশোর সাহিত্য লিখে গেলেও ('ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়, সমুদ্র ও টুকুর গল্প, 'যুদ্ধদিনের ধূসর দুপুর', যুদ্ধদিনের পোড়োবাড়ি) তাঁকে স্মরণ করতাম। মাহমুদ আল জামানা নামে কবিতা লিখতেন তিনি। কেন? আগ্রাসী সম্পাদক সত্তাকে অতিক্রম করার জন্য? সুস্নাত নিরপেক্ষতার জন্য? এছাড়া করেছেন কত কাজ। কয়েকটির উল্লেখ করছি। চ্যাপলিন আর জসীমউদ্দীনের জীবনী (ছোটদের জন্য), শামসুর রাহমান রচনাবলি সম্পাদনা, যুক্তিযুদ্ধের গল্প ও কবিতা প্রবন্ধগ্রন্থখ রবিশঙ্কর মানিক, সতীনাথ ও অন্যান্য সার্ধজন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলাদেশে রবীন্দ্রচার্চ, রবীন্দ্র চিত্রকলা রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবর্ষে ছায়ানট জীবনানন্দ দাশ, জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, আত্মজীবনী হারানো সিঁড়ির চাবির খোঁজে।

লকডাউনের সময় সাময়িকভাবে অবসাদ ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। আর ও কারও কারও মতো আমাকেও ফোন করতেন। গান্ধী বিষয় একটি প্রবন্ধের কথা বলায় মনে হল তিনিই লিখেছেন সে লেখা। পড়ার জন্য উদগ্রীব । যেমন আগ্রাহী এলিয়ট বিষয়ক বইটি পড়ার জন্য। জ্ঞান ও সৃষ্টির জন্য এমন তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতে পারে লেখকের সত্তাপ্রাণ। কবিতাগুলির কি তার বিষন্ন দিনপঞ্জি? প্রার্থানার মন্ত্র?বিকল্প আর্তি? একটি কবিতা তুলে দিই। শিরোনামহীন কবিতাটি রচিত হয় হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর প্রাক মুহূর্তে। আমার রোদ্দুর ঢেকে যাচ্ছে কালো মেঘে হায় ছায়াবৃতা দাত্ত, আমাকে দাও সজীব সহজ উজ্জ্বলতা ঘুম নেই চোখে, তাকিয়ে থাকি অক্সিজেনের মিটারে। আর-একটি কবিতায় ছিল ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়া বাড়িটাকে মেলানোর কথা। নখাগ্র পর্যন্ত প্রগতিশীল, যেন মানুষ নয়, এক চৈতন্য শুধু। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

তুর্কি, ইরানি এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমির খসরু

সাইদুর রহমান

মাটি তে তুম দিবারে , জো শুনো হামারি বাত/ আজ মিলাব্রা পিয়া কা, তুম জাগিয়ো সারি রাত/ আজ রং হ্যায় রি মা, রং হ্যায় রি'। প্রেম ও মানবতার পূজারী আমির খসরু'র মৃত্যুর সাতশো বছর আসন্ন। এই সাতশো বছরে তিনি আজ আরও বেশি জনপ্রিয়। বলিউড থেকে পপ দুনিয়া, সাধারণ পাঠক থেকে সংগীতসাধক, সুরকার থেকে শ্রোতা সবাই তাঁর গানে, কবিতায়, সুরে, ছন্দে, কথায় আজও সমানভাবে প্লাবিত। দেশ ও সমাজ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক সুগভীর বোধ ও আবেগ না থাকলে এত সুন্দর গান, চির সুন্দর কথা, সুগভীর আবেদ বের হত না। আজ সাতশো বছর ধরে আমির খসরু আজও ভারতীয় সংগীত ধারার শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ গুরু, শ্রেষ্ঠ গীতিকার। তাঁর গজল, তাঁর কবিতা শুধু ভারত নয়, গোটা দক্ষিণ এশিযার সুফি দরগাহে আজও সমান জনপ্রিয়। আজও রাহাত ফতেই আলি খান, আবিদা পারিভন বা বলিউডের সিনেমায় অ্যালবাম ভিডিওয় আমির খসরু নিত্য নতুনভাবে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছেন।

আমির খসরুর কবিতা গান হল প্রেম ও সৌন্দর্যের মহাতীর্থক্ষেত্র। মধ্যুযুগের ভারতীয় উপমাহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, গায়ক ১২৫৩ (মতান্তরে ১২৫৪) সালে আমির খসরু উত্তরপ্রদেশের ইহাত দেজলার পাতিয়াতলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আবুল হাসান ইয়ামিল আল দি মাহমুদ। পিতা আমির সাইফুদ্দিন মাহমুদ ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কি বংশোদ্ভুত আভিজাত পুত্র। চেঙ্গিস খানের আগ্রাসনের অত্যাচারিত হয়ে তিনি তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন এবং মামলুক রাজবংশের সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের অধীনে পাতিয়ালা রাজ্যে জায়গিরদারি লাভ করেন। মা বিবি দৌলত নাজ ছিলেন রাজপুত্র রাওয়াত আরজের মেয়ে। রাওয়াত আরজ ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রকিরক্ষামন্ত্রী। সাত বছর বয়সে আমির খসরু তাঁর পিতাকে হারান। এরপর থেকে তিনি তাঁর নানা ইমাদুল মুলকের নিকট লালিত পালিত হন। এই সময় খসরু তাঁর মায়ের সঙ্গে দিল্লিতে তাঁর মাতামহ রাওয়াত আরজের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ঐতিহ্য সম্পর্কে রাওয়াত আরজের গভীর জ্ঞান ছিল। খসরু তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এখন থেকে হিন্দীভি, ফারসি, ব্রজ ভাষা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন কতরতে থাকেন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সংগীত ও কবিতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হতে শুরু করে। আমির খসরু দিল্লিতে গিয়াসউদ্দিন বলবন থেকে মুহাম্মদ বিন তুঘলক পর্যন্ত মোট ১১ জন সুলতানের শাসন দেখেছিলেন এবং পাঁচজন শাসকের দরবারে প্রধান কবি ছিলেন। ১২৭১ সালে খসরু গিয়াসউদ্দিন বলবনের ভাইয়ের ছেলে মালিক ছাজ্জুর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সুফি, দার্শনিক এবং যোদ্ধা ছিলেন আমির খসরু । তাঁর হাত ধরেই ভারতীয়, ইরানি ও আরবি সংগীতের সমন্বয়সাধন হয়েছিল। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের পর এদেশে গ্রিক সংগীত ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন হয়েছিল। আমির খসরু সেই ধারার সঙ্গে ইরানীয় ও আরবি সংগীত ও সংস্কৃতির এক মহাসন্বয় সাধন করেছিলেন। ইরান-পারস্য সংগীতের পরদার সঙ্গে ভারতীয় রাগ -এর গভীর সমনন্বয় সাধন করে ভারতীয় সংগীত নিয়ে এক ঘবীর পরীক্ষানিরীক্ষাও করেছিলেন তিনি। তাই আমির খসরু ছিলেন একই সঙ্গে তুর্কি, ইরানী এবং ভারতীয় সংগীত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কবিতা, সংগীত, গজল ও জীবন সম্পর্কে তাঁর আধ্যাত্মিক বাণীগুলি সমগ্র ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার চিশতিয়া সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আলাদা জগতের সন্ধান দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও অধ্যাত্মিকতার মূলে ছিল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর এক সুগভীর প্রেম বা ইশক। এই ইশক ই আমির খসরু'র পরমাত্মা সন্ধানের মূল চাবিকাঠি। এই ইশকে'র মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক গভীর জ্বালা, এক গভীর যন্ত্রণা। সেই জ্বালাকে জয় করতে হবে, সেই সন্ত্রণাকে জয় করতে হবে। তবেই তো ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসা সম্ভব। আমির খররু বলেছেন, ইশকের বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করে নিতে না পাললে পরমের দর্শন লাভ হয় না। কিন্তু খসরুর প্রধান ও একমাত্র জগৎ ছিল শিল্প, শল্পী সত্তাই ছিল তাঁর একমাত্র পরিচয় তাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেও কাব্যচর্চার মাধ্যমে রাজদরবারের সবাইকে মুগ্ধ করতে থাকেন তিনি। এই সময়ের দিল্লীর রাজনৈতিক উত্থানপতনের মধ্যে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে খিলজি রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠান হলে আমি খসরু সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজির সচিব পদে নিযুক্ত হন। আমির খসরু'র রাজনৈতিক দৃষ্টিবঙ্গি ও শিল্প সাধনায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান জাদালউদ্দিন তাঁকে আমির খসরু উপাধি প্রদান করেন। জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি মারা গেলে আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় আমির খসরু সংগীত ও শিল্প সাধনায় তাঁর প্রতিভার পুরোপুরি বিকশিত করার সুযোগ পান।

> আমির খসরু ছিলেন 'কাওয়ালি' গানের জনক। 'কাওয়ালি' এক প্রকার আধ্যাত্মিক প্রেমবিষয়ক ভক্তিমূলক গান। এই গানগুলো সাধারণত ফারসি ও উর্দু ভাষায় লেখা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে কাওয়ালি এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এই কাওয়ালি গান থেকেই 'কেয়াল' নামক উচ্চাঙ্গ সংগীতের উৎপত্তি। খেয়ালের আগে 'ধ্রুপদ' ছিল ভারতে পরিচিত সঙ্গীত ধারা। আমির খসরু খেয়ালের সঙ্গে ধ্রুপদকে মিশিয়ে খেয়ালকে সমগ্র ভারত জুড়ে জনপ্রিয় করে। তুলেছিলেন। 'তারানী' সংগীত ছিল আমির খসরু'র নিজস্ব আবিষ্কার। এটি হল দ্রুতগতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

মাত্র আট বছর বয়সে খসরু কাব্যচর্চা শুরু করেন ১৬ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ তুহফাতুস সিগার প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে জনপ্রিয় হল ওয়াসতুল হায়াত, ঘুররাতুল কামাল, খামসা-ই খসরু, সাকিনা, বাকিমা নাকিয়া, নুহ সিপার ইজাজ ই-খসরু, আফজাল উল-ফাওয়াইদ, তুঘলক নামা, নিহায়াত উল-কালাম ইত্যাদি। আমির খসরু'র কবিতা প্রেম সৌন্দর্যের আদর্শে উজ্জ্বল। প্রেম ও সৌন্দর্যের এই দিকটি খসরু পেয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শুরু হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কাছ থেকে। খসরু'র আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদী চিন্তা চেতনা হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার চিন্তা চেতনায় বিকশিত হয়েছিল। নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন ভারত তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার বিখ্যাত ও শক্তিশালী অলি বা দরবেশ। তাঁর হাত ধরেই ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার চিশতিয়া সুফি সাধনার বিকাশ লাভ করে। আমির খসরু ছিলেন। নিজামুদ্দিন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর যেন তাঁর কবরের পাশে আমির খসরুকে কবর দেওয়া হয়। তাঁর ইচ্ছানুসারে আমির খসরু'র কবরও দেওয়া হয় হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কবরের পাশে। অনেকে আমির খসরু ও নিজামুদ্দিন আইলিয়ার আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি ও শামস -ই তাবরিজির প্রেমের সঙ্গে তুলনা করেন। আমির খসরু ছিলেন কাওয়ালি গানের জনক। কাওয়ালি এক প্রকার আধ্যাত্মিক প্রেমবিষয়ক ভক্তিমূলক গান। এই গানগুলো সাধারণত ফারসি ও উর্দু ভাষায় লেখা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে কাওয়ালি এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এই কাওয়ালি গান থেকেই খেয়াল নামক উচ্চাঙ্গ সংগীতের উৎপত্তি। খেয়ালের আগে 'ধ্রুপদ' ছিল ভারতে পরিচিত সঙ্গীত ধারা। আমির খসরু খেয়ালের সঙ্গে ধ্রুপদকে মিশিয়ে খেয়ালকে সমগ্র ভারত জুড়ে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তারানা সংগীত ছিল আমির খসরু'র নিজস্ব আবিষ্কার। এটি হল দ্রুতগতির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আমির খসরু ইরান, পারস্য, আরব এবং ভারতীয় সংমিশ্রণে কয়েকটি নতুন তান, লয়, রাগ, সুতরাং, ছন্দ ও সংগীত যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত নতুন রাগগুলোর মধ্যে পরিচিত হল---ইশহাক, মুয়াফিক, সাহগাড়ি, ইয়ামানি, গানাম, ফারগানা, জিলাফ, সারপর্দা, ঘারা, সানামষ শিরুদাসত, মুজির, খেয়াল, আহমান, জানগুলাহ, বাজরেখ, সাহানা, প্রভার্থ, নিগার ইত্যাদি। তাঁর আবিষ্কৃত নতুন তালগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কাওয়ালি, সাওয়ারি, পুস্ত, ফিরুদাস্ত, তিতালা, খামসাহ। আমির খসরু ইরান, পারস্য ও আরব থেকে বহু যন্ত্র নিয়ে এসে বেশ কিছু নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলেন। এর মধ্যে সেতার, তবলা, রতবার, দোলক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ছিল খসরু'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। আমির খসরু ভারতীয় ধর্ম ও জাতিগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করে, সমগ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। দেশ ও মানুষের প্রতি খসরু'র ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ও ভালবাসা। তিনিই প্রথম দেশের মানুষের মধ্যে দেশাত্ববোধ ও অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার পাঠ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নুহসিপাহি বইয়ে লিখেছেন, ভারতে খুব বিদ্বান ব্রাহ্মণরা রয়েছেন। তবে তাঁদের গভীর জ্ঞানের কেউই কোনো সুবিধা নেননি, যে কারণে তাঁরা অন্য দেশে খুব কম পরিচিত। আমি তাঁদের কাছ থেকে কিছু শেকার চেষ্টা করেছি। তাই আমি তাঁদের গুরুত্ব বুঝতে পারি। তিনি দেশপ্রেমকে একটি মহান ধর্ম হিসেবে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যে, বিভিন্ন ধারণা এবং কল্পনার উর্বর ভুমি হল এই দেশ, এই ভারতভূমি। এখানে পার্শি, তুর্কি, আরবি, গ্রিক---সবার সঙ্গে সমানভাবে মেশা যায়, সবাইকে একই বাঁধনে বাঁধা যায়, মেলানো যায় এবং সবাইকে একইসঙ্গে বেঁধেছেন, মিলিয়েছেন। সবার মিলিত ধারার সমন্বয়ে গঙ্গার মিলিত ধারার মতো সার্বিক, সাংস্কৃতিক মিলন সম্ভব করেছিলেন তিনি। অনেকেই আমির খসরুকে ভারতের প্রথম রেনেসাঁ ম্যান বলে মনে করেন। তিনি ভারতের কণ্ঠস্বর, ভারতের তোতাপাখি। তিনি উর্দু ভাষার জনকও। ফারসি, আরবি, তুর্কি ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে খারিবলি ভাষা মিশিয়ে এই ভাষা তৈরি করেন তিনি। তিনিই গোটা উপমহাদেশে গজল সংগীতের স্রষ্টা।তাঁর সারা জীবনের সংগীত সাধনা, কবিতায় মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেম, ঈশ্বরলাভের সাধনায় রচিত তাঁর বাণী, সুফিবাদী ঐতিহাসিক চেতনা---তাঁকে শুধু মধ্যযুগের নয়, আধুনিক কালেরও একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীতে পরিণত করেছে। ১৩২৫ সালে তিনি দিল্লিতে মারা যান। সে তো তাঁর দৈহিক মৃত্যু কোনো সুবিধা নেই। তিনি অমর,তিনি যুগস্রষ্টা। তিনি এক একটা যুগকে সৃষ্টি করে গেছেন, আগামীতেও করবেন তাঁর সৃষ্টি দিয়ে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এনএসইউআই -এর পক্ষ থেকে ওবিসি উন্নয়ন দপ্তরের ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব।

দিঘা-নন্দকুমার সড়কে তিনটি গাড়িতে বাসের ধাক্কা, মৃত্যু ৩ জনের

চণ্ডীপুর (পূর্ব মেদিনীপুর), ১২ নভেম্বর (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুরে দিঘা-নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কের উপর তিনটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৩ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৮ জন। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চণ্ডীপুর থানার নরঘাটের সামনে দিঘা-নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কের উপর।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ পরপর কয়েকটি গাড়িতে ধাক্কা মারে হেড়িয়া থেকে কলকাতাগামী একটি বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টোদিক থেকে আসা সবজি বোঝাই গাড়িকে প্রথমে ধাক্কা মারে বেসরকারি বাসটি। এরপর আরও কয়েকটি দিঘাগামী গাড়িকে ধাক্কা মারে বাসটি। যান্ত্রিক ত্রুটি, না-কি বাসের চালক ঘুমিয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা, খতিয়ে দেখছে চণ্ডীপুর থানার পুলিশ। আহতদের প্রত্যেককে তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে সকাল থেকেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১১৬ বি জাতীয় সড়ক।

প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পঞ্জাবি ভাষা বাধ্যতামূলক পঞ্জাবে, অন্যথায় স্কুলকে জরিমানা

চণ্ডীগড়, ১২ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবের সমস্ত স্কুলে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে পঞ্জাবি ভাষা। যদি কোনও স্কুল এই নির্দেশিকা অমান্য করে তাহলে সংশ্লিষ্ট স্কুলকে জরিমানা করা হবে। সংশ্লিষ্ট স্কুলকে জরিমানা করা হতে পারে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। শুধুমাত্র স্কুল নয়, অফিসেও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে পঞ্জাবি ভাষা। এখানেই শেষ নয়, পঞ্জাবের সমস্ত বোর্ডের শীর্ষে পঞ্জাবি ভাষা লেখা থাকবে।

শুক্রবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি জানিয়েছেন, পঞ্জাবের সমস্ত স্কুলে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে পঞ্জাবি ভাষা। যদি কোনও স্কুল এই নির্দেশিকা অমান্য করে তাহলে সংশ্লিষ্ট স্কুলকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। অফিসেও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে পঞ্জাবি ভাষা। পঞ্জাবের সমস্ত বোর্ডের শীর্ষে এখন থেকে পঞ্জাবি ভাষা লেখা থাকবে।

ঢাকায় অ্যাম্বুলান্স থেকে উদ্ধার ৩২ কেজি গাঁজা

ঢাকা, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাজধানীর রমনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি অ্যাম্বুলান্স থেকে ৩২ কেজি গাঁজাসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দারা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অ্যাম্বুলান্সও।

শুক্রবার ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছর ধরেই বেশ কিছু অ্যাম্বুলান্স মরণাপন্ন রোগীদের পরিবর্তে মাদক পাচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রমনা মডেল থানার ওয়ারলেস মোড় এলাকায় বিশেষ অভিযান চালান গোয়েন্দারা। দাঁড় করিয়ে রাখা একটি অ্যাম্বুলান্সে হানা দিয়ে ৩২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার দুপুরে সহকারী পুলিশ কমিশনার রাজন কুমার সাহা সাংবাদিকদের জানান, 'গাঁজা পাচারের অভিযোগে রাজু মিয়া, মোহাম্মদ মুরাদ, মোহাম্মদ সজিব মিয়া, মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ মুন্না নামে পাঁচ পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের মসজিদ, আহত কমপক্ষে ১২

কবুল, ১২ নভেম্বর (হি.স.): শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের একটি মসজিদ। বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে কি-না তা জানা যায়নি। শুক্রবার নানগারহার প্রদেশের আচিন জেলার একটি মসজিদের ভিতরে বিস্ফোরণ হয়।

শুক্রবারের প্রার্থনার জন্য সেই সময় বহু মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা মসজিদের ভিতরেই ছিলেন। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। কোনও জঙ্গি সংগঠন এখনও পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি। কারও মৃত্যু হয়েছে কি না সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

অবৈধভাবে প্রবেশ, বসিরহাট থেকে দালাল সহ গ্রেফতার ১০ জন বাংলাদেশি

বসিরহাট, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : বিএসএফের চোখ এড়িয়ে রাজ্যে বাংলাদেশিদের প্রবেশ। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমা স্বরূপনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ হাকিমপুর চেকপোস্টে। তাদের গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। শুক্রবার সকাল বেলায় বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে প্রবেশ করে ১০ জন। যাদের মধ্যে ছিল ২ জন মহিলা। এছাড়াও ওই দলে সঙ্গে এ রাজ্যের এক জন দালাল ছিল বলেও জানা গেছে। তাদের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। শুক্রবার সকালে তাদের সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সঠিক করে কিছু বলতে পারে না। তারা কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দলে যে দালাল রয়েছে, তার নাম সইদুল সর্দার। তার বাড়ি স্বরূপনগর বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারালী সীমান্তে। ধৃত ১০ জন বাংলাদেশিকে স্বরূপনগর থানায় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জেরায় তারা স্বীকার করেছে যে, কোনও রকম বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই শুধুমাত্র দালালের সহযোগিতা নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকেছে তারা। এদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের যশোর জেলা মাদানী হাট ও লক্ষীপুর এলাকায়। ধৃত এক দালালসহ ১০ জন বাংলাদেশিকে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। -

কর্ণাটকে লাইনচ্যুত কান্নুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস, সুরক্ষিত সমস্ত যাত্রীরা

বেঙ্গালুরু, ১২ নভেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু ডিভিশনে লাইনচ্যুত হয়ে গেল কান্নুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের পাঁচটি কামরা। শুক্রবার ভোররাত ৩.৫০ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরু ডিভিশনের টোপ্পুরু-সিভাডি স্টেশনের মাঝে বেলাইন হয়ে যায় কান্নুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের পাঁচটি কামরা। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। সুরক্ষিত রয়েছেন সমস্ত যাত্রীরা। দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ে জানিয়েছে, ছোট্ট একটি পাহাড়ের গা ঘেঁষে যাচ্ছিল কান্নুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস। ভোররাত ৩.৫০ মিনিট নাগাদ আচমকাই প্রচুর পাথর গড়িয়ে এসে পড়ে রেললাইনে। ফলে টোপ্পুরু-সিভাডি স্টেশনের মাঝে বেলাইন হয়ে যায় কান্নুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের পাঁচটি কামরা। ওই ট্রেনে ২,৩৪৮ জন যাত্রী ছিলেন। সকলেই নিরাপদ রয়েছেন। হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। ট্রেনটিরও বিশেষ কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে, দুর্ঘটনার জেরে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ধোঁয়াশা কাটছেই না, খুব খারাপ দিল্লির দূষণ মাত্রা

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): ধোঁয়াশা ও দূষণ কাটিয়ে স্বাভাবিক হচ্ছেই না দিল্লির বাতাস। শুক্রবারও বিপজ্জনক ছিল রাজধানীর দূষণ মাত্রা।দিল্লিতে এদিন এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ছিল ৩৬০। শুক্রবার সকালে দিল্লি ও পাশ্ববর্তী এলাকায় দূষণের পরিমাণের বিপুল বৃদ্ধি ধরা পড়েছে। ধোঁয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে স্পষ্টভাবে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এদিন প্রাতঃভ্রমণকারীরা দূষণের কারণে অস্বস্তি বোধ করছিলেন।কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই যদি শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে, তা হলে তা ভাল। ৫১ থেকে ১০০ হলে, তা সন্তোষজনক, ১০১ থেকে ২০০ পর্যন্ত সহনীয়। ২০১ থেকে ৩০০ খারাপ, ৩০১ থেকে ৪০০ "খুব খারাপ" এবং ৪০১ থেকে ৫০০ হল "গুরুতর"। দীপাবলির পর থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিনই দিল্লির বাতাস ছিল "খুব খারাপ"। আবহাওয়ার কবে উন্নতি হবে আপাতত সেই অপেক্ষায় দিল্লিবাসী।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দুই পাচারকারী নিকেশ, আহত একজন বিএসএফ জওয়ান

কোচবিহার, ১২ নভেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছিল দুই বাংলাদেশি পাচারকারী। বাঁশের ক্যান্টিলিভার ব্যবহার করে গবাদি পশু পাচারের চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা। পাচারকারীদের প্রথমে সতর্ক করে ফিরে যেতে বলে বিএসএফ, কিন্তু ওই পাচারকারীরা বিএসএফ জওয়ানদের ওপর লোহার রড ও লাঠি দিয়ে হামলা চালায়। বিএসএফ জওয়ানদের প্রত্যাঘাতে নিকেশ হয়েছে দুই বাংলাদেশি পাচারকারী, মৃত্যু হয়েছে এক ভারতীয় পাচারকারীর ও। শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার সিতাইয়ের সাতভাণ্ডারী বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায়।

বিএসএফ জানিয়েছে, বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা ভারতে অনুপ্রবেশ করে, বাঁশের ক্যান্টিলিভার ব্যবহার করে গবাদি পশু পাচারের চেষ্টা করছিল। বিএসএফ তাদের সতর্ক করে ফিরে যেতে বলে, আমাদের জওয়ানরা দুষ্কৃতীদের রুখতে অ-প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, কিন্তু তারা লোহার রড ও লাঠি দিয়ে বিএসএফ জওয়ানদের ওপর হামলা চালায়। বিএসএফ আরও জানিয়েছে, শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে গোরু পাচারের চেষ্টা করছিল বাংলাদেশি পাচারকারীরা। সেই সময় তাদের থামতে বললে বিএসএফ জওয়ানদের ওপর হামলা চলে। এরপরই বিএসএফ-এর প্রত্যাঘাতে মৃত্যু হয় দু"জনের, মৃত্যু হয় আরও একজন ভারতীয় পাচারকারীর। নিহত ভারতীয়র নাম-প্রকাশ বর্মণ বলে জানা গিয়েছে। সিতাইয়ের বিধায়ক জয়দীশ বর্মা বসুনিয়া জানান, গোরু পাচারের সময় বিএসএফ গুলি চালায়। এতে ৩ জনের মৃত্যু হয়। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজ জানান, সিতাইয়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার মানদণ্ড নিরীক্ষণে এনএএস

পাথারকান্দি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে কেমন আছে পড়ুয়ারা? একই সাথে স্কুলসমূহের শিক্ষাগত মান ও পরিকাঠামো সম্পর্কে বিস্তর জানতে উদগ্রীব সরকার। এ সব তথ্য পরখ করে সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করতে মাঠে নেমেছে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে (এএনএস)।

এ ব্যাপারে আজ শুক্রবার সারা দেশের এক লক্ষ ২৪ হাজার স্কুলে একই সঙ্গে ৩৯ লক্ষের অধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নিরীক্ষণ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিয়েছে এএনএস। পাশাপাশি তাঁরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে লিখিতভাবে স্কুলের পরিকাঠামো ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে। এতে করিমগঞ্জ জেলার কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্বে ছিলেন লোয়াইরপোয়া আদর্শ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড় বিপ্লব কর্মকার। এদিন জেলার মোট ১৯৭টি স্কুলে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষায় পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন নিজ নিজ স্কুলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকরা। গোটা প্রক্রিয়াটি দিনভর খতিয়ে দেখেছেন দিল্লি থেকে আগত সিবিএসই-র পরিদর্শক অশোক কুমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য স্তরের বিভিন্ন পরিদর্শক সহ শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিকরা।

এদিন জেলার বিভিন্ন স্কুলের তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এ ব্যাপারে লোয়াইরপোয়া আদর্শ বিদ্যায়লয়ের অধ্যক্ষ অশোক কর্মকার জানান, সরকার এই তথ্যের মাধ্যমে গোটা দেশের শিক্ষার মানদণ্ড সহ বিদ্যায়সমূহের পরিকাঠামোজনিত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। প্রাপ্ত তথ্যাবলি যাচাই করে বিশ্বস্তরীয় শিক্ষার পরিকাঠামোর সাথে তুলনা করে নিজেদের খামতি পুষিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা করবে।

সাংসদ তহবিলের টাকা রিলিজ, করিমগঞ্জের উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করতে কৃপানাথের প্রতি আর্জি জনতার

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : বুকভরা আশা নিয়ে দেশের ১ নম্বর করিমগঞ্জ লোকসভা (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত) আসন থেকে বিপুল ভোট দিয়ে সাংসদ নির্বাচিত করে এলাকার জনতা দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন কৃপানাথ মালাহকে। কিন্তু বাস্তবে করিমগঞ্জের সাংসদ জনতার আশা কতটুকু পূরণ করেছেন, সে সম্পর্কে এবার নতুনভাবে চর্চা শুরু হয়েছে সংসদীয় এলাকার বিভিন্ন মহলে।

তথ্য মতে, গত ২০১৯-এর মে মাস থেকে আজ পর্যন্ত বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহের সংসদে হাজিরার হার শতকরা ৪০ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে তিনি মাত্র ৯৬টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপন করেছেন। এর মধ্যে মাত্র তিনটি বিতর্কে অংশ নেন। ভয়াবহ কোভিড অতিমারি মোকাবিলা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে ব্যবহারের জন্য ২০২০-২১ এবং চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা ব্যবহার স্থগিত রেখেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতরাজ দফতরের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এক নির্দেশে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। ফলে এবার থেকে প্রত্যেক সাংসদ নিজেদের নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরকারি বরাদ্দ তহবিলের টাকা ব্যয় করতে পারবেন। পূর্ববৎ প্রতিবছর দুই ধাপে আড়াই কোটি টাকা করে মোট পাঁচ কোটি টাকা করে পাবেন সাংসদরা।এদিক থেকে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ তাঁর সংসদীয় এলাকার উন্নয়নে নিজের তহবিলের অর্থ ব্যয় করতে কতটুকু সচেষ্ট হবেন সেটাই হবে এখন দেখার বিষয়।

প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত দিনে অসমের মোট ১৪ জন লোকসভা সদস্যের সাংসদ তহবিলের মোট ৫০ কোটি টাকা এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহের আড়াই কোটি টাকা এখনও ব্যয় হয়নি বলে পরিসংখ্যান বলছে। ফলে এলাকার জনগণ তথা ভোটাররা সাংসদ তহবিলের টাকা যথাসময়ে যথাস্থানে সদ্ব্যহার করতে সাংসদ কৃপানাথের প্রতি কাতর আর্জি জানিয়েছেন।

পদ্মশ্রী পেয়ে কলকাতা থেকে মালদায় ফিরলেন কমলিদেবী, উচ্ছ্বাস এলাকায়

গাজোল, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : পদ্মশ্রী পেয়ে কলকাতা থেকে মালদার গাজোলে ফিরলেন পদ্মশ্রী গুরুমা কমলি সরেন। শুক্রবার সকালে মালদায় ফেরেন কমলিদেবী। মালদায় একপ্রস্থ সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর হুডখোলা গাড়িতে চেপে দুপুরে তিনি এসে পৌঁছোন গাজোলে। গাজোল হাইস্কুল ময়দানে আদিবাসী প্রথায় তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান গাজোলের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন।

চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি সমাজসেবামূলক কাজের জন্য পদ্মশ্রী প্রাপক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় গাজোলের আদিবাসী গুরুমা কমলি সরেনের। ৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁর হাতে তুলে দেন পদ্মশ্রী পুরস্কার। নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে গুরুমা বলেন, 'পদ্মশ্রী পুরস্কারের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আমাকে যা সম্মান দিল, তাতে আমার কাজ করার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। আগামী দিনে নতুন উদ্যমে সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখবো।'

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গুরুমা কমলি সরেন জানিয়েছেন, তিনি মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে কাজ করেন। বিশেষ করে গরিব আদিবাসী পরিবারের মেয়েদের আশ্রমে রেখে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। একইসঙ্গে যে সমস্ত আদিবাসী ধর্মান্তরিত হচ্ছে তাদের আবার আদিবাসী সমাজে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করা হয়। কেন্দ্রের কাছে তাঁর আবেদন, আশ্রম আরও ভালোভাবে চালাতে যদি কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় তবে আরও বেশি মানুষের সেবা করার সুযোগ পাবেন তিনি। গাজোল হাইস্কুল ময়দানে সংবর্ধনার পর আদিবাসীদের নাচের দল, কীর্তনের দল, ব্যান্ডপার্টি নিয়ে শুরু শোভাযাত্রা হয়। গাজোল শহর এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে শোভাযাত্রা রওনা দেয় কমলিদেবীর আশ্রম কোটালহাটির উদ্দেশে। হিন্দুসস্থান সমাচার / সোনালি

শিলচর সিভিলে সাফাই অভিযান শুরু পুরসভার, ৩০০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি

শিলচর (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : শিলচর সিভিল হাসপাতাল চত্বর দীর্ঘ বছর থেকে পরিষ্কার না হওয়ায় জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে "শিলচর সিভিল হাসপাতাল আধুনিকীকরণ দাবি কমিটি"-র পক্ষ থেকে কাছাড়ের জেলাশাসক, যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা সহ হাসপাতাল সুপারের সাথে সাক্ষাৎ করে পরিষ্কারের দাবি জানানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী আজ শুক্রবার শিলচর পুরসভার তরফে সিভিল হাসপাতাল চত্বরের জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়।

এদিন সকাল সাড়ে নয়টা থেকে পুরসভার চারজন শ্রমিক পরিষ্কারের কাজ শুরু করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক কমল চক্রবর্তী, সহ-আহ্বায়ক হানিফ বড়ভুইয়াঁ সহ কার্যনির্বাহী সমিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও নাগরিক স্বার্থরক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হরিদাস দত্ত, মলয় ভট্টাচার্য, ভোলা চক্রবর্তী ও গুণাকর দাস, হিল্লোল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কমিটির পক্ষ থেকে পুরসভার শ্রমিকদের দুপুরের জলখাবার ও পানীয় জল প্রদান করা হয়। সাফাই অভিযান আগামী কয়েকদিন চলবে বলে জানিয়েছেন হরিদাস দত্ত। তিনি বলেন, সিভিল হাসপাতালে প্রতিদিন বহু মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন। কিন্তু দিনেরবেলায়ও সাঙ্ঘাতিক মশার উপদ্রব থাকার জন্য রোগীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এছাড়া হাসপাতাল চত্বরে মেলেরিয়া বিভাগের কার্যালয় ও কর্মচারীদের কোয়ার্টারের সামনেও নিয়মিত সাফাইয়ের অভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল জঙ্গলের। তিনি সাফাই অভিযান নিয়মিত চালিয়ে যাওয়ার দাবি তুলেন।

সিভিল হাসপাতাল আধুনিকীকরণ দাবি কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক কমল চক্রবর্তী বলেন, শিলচর সিভিল হাসপাতালকে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ৩০০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করা করবেন বলে ঘোষণার পর উচ্চস্তরের সরকারি বিশেষজ্ঞ দল হাসপাতালে ১১ দিন জরিপ করেছিল। তাই কমিটি সেই বিশেষজ্ঞ দলের তৈরিকৃত রিপোর্টের ভিত্তিতে অবিলম্বে সিভিল হাসপাতালকে তিনশো শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করার দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন শুরু করেছে। পাশাপাশি সিভিল হাসপাতালের বর্তমান অব্যবস্থার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করে এর উন্নতি সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাহুল রায় ও হিল্লল ভট্টাচার্যরা জানান, ইতিমধ্যে কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করে সিভিল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দান করা হয়েছে। আগামীতে আরও কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি সিভিল হাসপাতালের সাফাই অভিযান শুরু করার জন্য পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জেআর লালসিমকে ধন্যবাদ জানান।

'ব্ল্যাক স্পট এরিয়া' বলে ঘোষণা হবে বৈঠাখালের দুর্ঘটনা-প্রবণ সরুচলিতা এলাকা, জানান রাজ্য পরিবহণের সহ-কমিশনার

পাথারকান্দি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের বৈঠাখালের দুর্ঘটনা-প্রবণ এলাকাকে 'ব্ল্যাক স্পট এরিয়া' বলে ঘোষণা করা হবে। আজ এলাকা পরিদর্শনে এসে এই খবর দিয়েছেন রাজ্য পরিবহণ বিভাগের সহকারী কমিশনার সৈয়দ রফিকুল মামন।

সরকারের নির্দেশে আজ শুক্রবার বিভাগীয় অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পাথারকান্দির ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের বৈঠাখাল সংলগ্ন সরুচলিতায় গতকাল সংঘটিত দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে গেছেন রাজ্য পরিবহণ বিভাগের সহকারী কমিশনার সৈয়দ রফিকুল মামন। এদিন সকালে তিনি অকুস্থল পরিদর্শন করে এই জায়গায় ঘন ঘন দুর্ঘটনার কারণ জানতে স্থানীয় জনতা এবং পুলিশ প্রশাসনের সাথে কথা বলেন। একই সাথে গতকাল বৃহস্পতিবার সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত দশ ব্যক্তির আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন তিনি।

সেখানে উপস্থিত সাংবাদিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রফিকুল মামন বলেন, দুর্ঘটনার কারণজনিত তথ্যাবলি পুলিশের কাছে চাওয়া হয়েছে। কেননা একসাথে দশজনের মৃত্যুর ঘটনা সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

তাই গোটা বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তৎপর হয়েছে রাজ্য পরিবহণ বিভাগ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ঘটনা-প্রবণ এলাকাকে নিয়ে এক কিলোমিটার ব্যাপী সড়ককে 'ব্ল্যা স্পট এরিয়া' হিসেবে ঘোষণা করতে বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের কাছে অনুরোধ করা হবে।

তাঁর কথায়, সড়ক সুরক্ষার জন্যক শুধু পদক্ষেপ নিলে হবে না। সরকারি ট্রাফিক নিয়মগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। তবেই দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে। জনতাকেও সচেতন হবে। অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ, পুরনো তথা নড়বড়ে যানবাহন চলাচল এবং অনভিজ্ঞ চালকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজ্য পরিবহণ বিভাগের সহকারী কমিশনার সৈয়দ রফিকুল মামনের সঙ্গে ছিলেন করিমগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিটিও সাহাবউদ্দিন তাপাদার, এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টর কেকে পাটগিরি সহ বিভাগীয় অন্যান্য আধিকারিক।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের খোঁজ নিলেন সাংসদ কৃপানাথ ও চা নিগমের চেয়ারম্যান রাজদীপ

পাথারকান্দি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন বৈঠাখাল এলাকার সরুচলিতায় গতকাল সংঘটিত ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ এবং অসম চা নিগমের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান রাজদীপ গোয়ালা। আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা লঙ্গাই চা বাগানে গিয়ে নিকটাত্মীয়হারা পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করে শোক প্রকাশ করে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ এবং রাজদীপ গোয়ালা শোকগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের পাশে তাঁরা সর্বদা থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সহ দলের কর্মীরা যেভাবে ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। গতকাল সংঘটিত মর্মান্তিক ঘটনার খবরে রাজ্যপাল এবং মুখ্যামন্ত্রীও শোক প্রকাশ করেছেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী আপৎকালীন ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা করে প্রত্যেক মৃত পরিবারের নিকট-আত্মীয়কে সাহায্য ঘোষণা করেছেন। শীঘ্রই টাকাগুলো প্রদান করা হবে। পাশাপাশি রাজ্য দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থাপনা দফতর থেকে আরও দু লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।

কৃপানাথ মালাহ এবং রাজদীপ গোয়ালা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেন, গতকাল যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা খুবই হৃদয়বিদারক। এক লহমায় দশজনের মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। একই পরিবারের তিন সদস্য একই দিনে চলে যাওয়াটাও বড় বেদনাদায়ক। এই ঘটনায় আপনজনহারাদের সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

রাজদীপ বলেন, তিনি চা নিগমের আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সেখান থেকে তাঁদের সহায়তার জন্য কিছু করবেন। পরে সমবেতভাবে প্রয়াতদের আত্মার সদগতি কামনা করে দু মিনিট নীরবতাও পালন করা হয়েছে আজ।তাঁদের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিজেপির হৃষীকেশ নন্দি, মানিক্য সিনহা, অন্তু বাল্মিকী দাস, অনিল তিওয়ারি, নমিতা গোয়ালা চাষা, অমিতাভ দে, রামসকল কৈরি, উত্তম রিকিয়াসন, বিক্রমজিৎ কৈরি প্রমুখ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মেয়েরা চুল নিয়ে কীসের চিন্তা

এসময়ে চুলের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, ওমেন্স ওয়ার্ল্ডের অন্যতম পরিচালক রূপ বিশেষজ্ঞ ফারনাজ আলম। চুল সুন্দর রাখতে আমাদের যা করতে হবে- সপ্তাহে ২-৩ বার শ্যাম্পু করতে হবে রাতে ভাল করে তেল ম্যাসাজ করুন। চুলের ডগা ফেটে যাওয়া রোদে পোড়ার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে চুল ট্রিম করিয়ে নিন। চুল ছোট না করতে চাইলে টুপি ব্যবহার করতে পারে, স্কার্ফ বা ক্লিপ দিয়ে চুল বেঁধেও রাখতে পারেন। তবে বেশি টাইট করে চুল বাধবেন না। খেয়াল রাখবেন চুলের মধ্যে যেন হাওয়া চলাচল করতে পারে।

ধুলো-ময়লা জমে অনেক সময় চুল নিস্তেজ হয়ে যায় অলিভ অয়েল, নারকেল তেল ও ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে মেথি পেস্ট মিশিয়ে মাথার তালুতে ম্যাসাজ করুন, চুল ঘন ও উজ্জ্বল থাকবে। দইয়ের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে চুলে দিন। তারপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। দুই ভাগ অলিভ অয়েল, এক ভাগ মধু মিশিয়ে পুরো চুলে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালাক গরম জলে চুল শ্যাম্পু করে নিন। এভাবে অলিভ অয়েলের সঙ্গে কলা চটকেও চুলে দিতে পারেন।

চুলে শ্যাম্পু করার পর অবশ্যই ভালো ব্র্যান্ডের কন্ডিশনার লাগান। চুলের জন্য জোজোবা অয়েল খুব উপকারী। নিয়মিত চুলের ডগায় জোজোবা অয়েল লাগালে চুল নরম হয়। বড় কসমেটিক স্টোরে জোজোবা ওয়েল পাওয়া যায়। বাইরে বেরোনোর সময় চুল বেঁধে রাখুন। বাইরের রোদ ময়লা থেকে অনেক খানি রক্ষা পাবেন। নিয়মিত শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করুন, চুলের জন্য শ্যাম্পু নয়, ক্ষতিকর হচ্ছে ময়লা সপ্তাহে অন্তত দুই দিন চুলে তেল দিন। সারারাত তেল রাখতে না চাইলে অন্তত দুই ঘন্টা রাখুন শ্যাম্পুর পর অবস্যই ভালো কোনো কন্ডিশনার লাগিয়ে ২ থেকে ৪ মিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর জল দিয়ে ভালো করে চুলে ধুয়ে নিন।

চুলে যতটা সম্ভব হিট দেওয়া, আয়রন করা এবং কেমিক্যাল জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার কম করুন। চেষ্টা করুন সপ্তাহে একদিন চুলের বাড়তি একটু যত্ন নিতে টক দুই চুলের জন্য খুব ভালো। সঙ্গে একটি ডিম ও একটি লেবুর রস মিলিয়ে চুলে দিয়ে ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করুন।

যদি চুল পড়া শুরু হয়, তাহলে মেহেদি, পেঁয়াজের রস ও টক দই লাগান। কয়েক দিনের মধ্যেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। চুলের পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিদিনের খাবরের তালিকায় পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যসম্মত ও কম তেল- মশলাদার খাবারের দিকে নজর দিন।

একসঙ্গে সব কিছু করা হয়তো শুরুতে বেশ ঝামেলার ব্যাপারে মনে হবে। ধীরে ধীরে অভ্যাস করুন। দেখবেন আপনি খুব সহজে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এগুলো আপনার অজান্তেই দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যাবে।

প্রচন্ড গরমের মধ্যে মাঝেক মাঝে অল্পস্পল্প বৃষ্টি হচ্ছে। আবহ্যায়ার কিছুটা আরামদায়রক হয়ে উঠছে। কিন্তু পরদিন সকালেইক আবার প্রখর সূর্যের তাপে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। একাট স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

খুব ঘাম হচ্ছে। এই সময় চুলে নানারকম সমস্যা দেখা যায়। চুল অতিরিক্ত পড়তে থাকে। চুলে খুশকির উপদ্রব বনে। চুলরে তকচকে ভাব নষ্ট হয়।

অতিরিক্ত ঘাম চুলের গেড়া নষ্ট করে দেয়, নরম করে দেয় এর ফলে চুল পড়তে শুরুর করে। এচাড়া চুল ভিজে গেলে ভালো করে না শুকালোও ছুল নষ্ট হয়। মাখায় তাণ্ডতে ঠাংগাল ইনফেকশন হয়। তার জন্য মাথা সব সময় চুলকাতে থাকে। তাই অতিরিক্ত চুল পড়া এবং ফাংগাল ইনফেকশনের হাত থেকে বাঁচতে বর্ষাকালে চুলের বিশেষ যত্ন করতে হবে। এছাড়া এই সময় চুল চিটচিটে হয়ে যায় বলে ডুলের চকচকে ভাব ফিরেও আ,।

বর্ষায় সময় বৃষ্টির জলে ভিজলে চুল নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। এর হাত থেকে বাঁচতে ছাতা ব্যবহার করতে হবে। কোনও কারণে যদি চুল ভিজে যায় তাবলে বাড়িতে এসে সাধারণ জল দিয়ে চুল ভালো করে আরেকরা ভিজিয়ে ধুয়ে চুল মুছে শুকিয়ে নিতে হবে।

এছাড়া তকগুলি নিয়ম মেনে চললেও এই সময় চুল ভালো থাকবে। ছুল পরিশকার করতে হবে। চুল খুব ভালো করে ধুয়ে ফে‍‍তে হবে। এতে স্ক্যাল্প-এ চুল কানি কম হবে এবং মাথায় চুলও উজ্জ্বল হবে।

সপ্তাহে একদিন চুলও উজ্জ্বল হবে।

সপ্তাহে একদিন বা প্রয়োজনে দু'দিন শ্যাম্পু করার ঘন্টাখানেক আগে অলিভ অয়েল তেল গরম করে মাথায় ও পুরো চুলে লাগাতে পারনে। এক ঘন্টা পর কোনও মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে ত্বকে ফাউন্ডেশন

পুজোর অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে না সাজলে কি চলে। আর মেইকআপের শুরুতেই যে প্রসাধনী সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল ফাউন্ডেশন। ত্বকের খুঁত ঢেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে মেইকআপের শুরুতেই প্রয়োজন ফাউন্ডেশন। তবে ফাউন্ডেশন শুধু লাগালেই চলবে না চাই ত্বকের সঙ্গে মানানসই সঠিক শেইড। আর ফাউন্ডেশন যদি সঠিক শেইডের বেছে নেওয়া না যায় তাহলে যত ভালো ব্র্যান্ডের প্রসাধনী যত সুন্দর করেই ব্যবহার করা হোক না কেনো দেখতে বেমানান মনে হবে।

তবে ত্বকের সাধারণ রংয়ের সঙ্গে মানিয়ে সঠিক রংয়ের ফাউন্ডেশন বেছে নিলে মেইকআপ দেখতে অনেক 'ন্যাচারাল' মনে হবে। বাজারে অনেক শেইডের ফাউন্ডেশনের ভিড়ে নিজের জন্য সঠিক শেইড বেছে নেওয়ার সময় মাঝে মাঝেই দোটানায় ভুগতে হয়। রূপচর্চাবিষয়ক একটি বিষয়ক ওয়েবসাইটে ত্বকের সঙ্গে মানানসই ফাউন্ডেশন বেছে নেওয়ার জন্য কিছু উপায় উল্লেখ করা হয়।

সাধারণত মেইকআপের জন্য ত্বকের থেকে কিছুটা উজ্জ্বল রং বেছে নিতেই পছন্দ করে সবাই।তবে যদি মেইকআপ কেনার সময় দুটি শেইডের মধ্যে কোন শেডটা বেছে নিতে হবে এ নিয়ে সন্দেহ কাজ করে তাহলে দুটোর মধ্যে গাঢ় শেডই বেছে নেওয়া উচিত। কারণ বেশিরভাগ সময়ই হালকা শেইড সব সময় ব্যবহার করলে দেখতে 'মেকি' মনে হতে পারে। তাই একটু গাঢ় শেডি বেছে নিলে মেইকআপ করলেও দেখতে 'ন্যাচারাল' লাগবে।

ফারজানা শাকিল বলেন, 'ত্বকের সঙ্গে মানানসই শেইড ব্যবহার করলেই সাধারণত ভালোলাগে। তবে রাতের পার্টিতে বা বড় কোনো অনুষ্ঠানে এক শেড হালকা ফাউন্ডেশন বেছে নিলে ভালো লাগবে। কারণ পার্টি সাজে পোশাক, গহনা এবং অনু,ঠানের সাজসজ্জার সঙ্গে মানাতে কিছুটা হালকা শেইডের ফাউন্ডেশন হলে ভালো লাগে।

বাজারে ফাউন্ডেশন কিন্তু গেলে বেশিরভাগ সময়ই শেইড বাছাইয়ের জন্য আমরা হাতের তালুর উল্টা পিঠে শেইড মিলিয়ে দেখি। তবে এতে করে অনেক সময় সঠিক শেইড বেছে নেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ অনেকের হাতের ত্বক মুখের থেকে গাঢ় হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে উল্টোটাও হয়ে থাকে। তাই হাতের ত্বকে সঙ্গে মুখের ত্বকের রংয়ের পার্থক্য বুঝে রং বাছাই করতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে থুতনিতে সামান্য ফাউন্ডেশন লাগিয়েও শেইড বাছাই করতে হবে। পারজানা শাকিল বলেন, 'অনেক সময় থুতনিতে বা মুখে ফাউন্ডেশন লাগিয়ে শেইড বাছাই করা সম্ভব হয় না। তাই হাতের রং যদি বেশি কালো হয় মুখের তুলনায় তাহলে এর থেকে কিছুটা হালকা শেইড বেছে নেওয়া যেতে পারে।"

ফাউন্ডে শুদু মুখে লাগানো হলে গলার সঙ্গে মুখ দেখতে বেমানান মনে হয়। আবার অনেকের গলার তুলনায় মুখ ফর্সা হয়। তাই গলা এবং মুখ দেখতে যেন বেমানান না মনে হয় তাই একটু গাঢ় শেইড ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফারজানা শাকিলের পরামর্শ অনুযায়ী, ত্বকের কালো দাগ বা খুঁত লুকানোর জন্য পাউন্ডেশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে । তাই সব সময় ত্বকে অতিরিক্ত ফাউন্ডেশর ব্যবহার করা উচিত নয়। দাগ ঢাকার জন্য সামান্য ফাউন্ডেশন লাগিয়ে পুরো মুখে ব্লেন্ড করে নিলে দেখতে ভালো দেখাবে।

ইউরিক অ্যাসিড বাড়া কমার সঙ্গে হার্টের রোগের কি কোনও সম্পর্ক আছে?

না এমনি কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। কিন্তু অনেক হার্টের রোগীর ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি বিচার করে ওষুধ দিয়ে ঠিক করে নেওয়া হয়। এতে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে আসে। এখনও প্রমাণিত হয়নি, যে ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে হার্টের কোনও সমস্যা হয় কি না। তবে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়লে সমস্যা হতেও পারে।

কী কী অসুখ দেখা যায়?

ইউরিক অ্যাসিডের জন্য সব থেকে বেশি সমস্যা হয় আথ্রাইটিসের। পায়ের জয়েন্ট ফুলে যায়। প্রচণ্ড ব্যথা করে। তাই বাড়তি নজরদারি চালাতে হয়। দীর্ঘমেয়াদিতে কিডনির সমস্যা হতে পারে। আবার কিডনি ফেলিওর হলে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা হতে পারে।

পুরুষ না মহিলা, কাদের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিড জনিত হার্টের সমস্যা বেশি দেখা যায়?

আগেই বলেছি, সাধারণভাবে ইউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে হার্টের সমস্যার কোনও সম্পর্ক নেই। তাই এভাবে বলা সম্ভব নয়। কারও ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়লে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কত হলে ক্ষতিকর?

মেয়েদের ক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিড ৬ মিলি গ্রাম প্রতি ১০০ মিলি লিটার এবং এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭ মিলি প্রতি ১০০ মিলিলিটার মোটামুটি স্বাভাবিক ধরা হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন হৃৎপিণ্ডের আবরণী বা পেরিকার্ডিয়ামের ক্ষতি হয় ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধিতে যাকে বলে পেরিকার্ডাইটিসক। অসুখটি কী? কেন এমন হয়? আবরণীর কতটা ক্ষতি হয়?

হার্টের বাইরে একটা কাপড়ের মতো আবরণ থাকে যেটা হার্টকে কভার করে রাখে। হার্ট ও কাপড়ের মধ্যে জলের মতো থাকে। এই জল লুব্রিক্যান্টের কাজ করে হার্টকে ঘর্ষণ থেকে বাঁচায় এবং পাম্পিংয়ে সাহায্য করে। এই কাপড় হার্টকে সাপোর্ট দিয়ে রাখে। হার্টের সমস্যা বা সংক্রমণ থেকে অনেক সময় পেরিকার্ডিয়াম প্রভাবিত হয়। তখন বুকে ব্যথা নিয়ে রোগী চিকিৎসকের কাছে আসেন। টিবি হলে হার্ট ও পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে জলে জমে যায়। এই সমস্যা ক্যান্সার থেকেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকরা বিভিন্ন উপায়ে জল বের করেন। টিবি হলে সাধারণত বারবার জল জমে না। কিন্তু ক্যান্সার হলে একাধিকবার জল জমতে পারে। জল জমলে হার্টের ওপর চাপ পড়ে। হার্ট ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না। তখন আপদকালীন জল বের করানোর ব্যবস্থা করতে হয়।

এতে পেরিকার্ডিয়ামের ক্ষতি হয়। আবার জল শুকিয়ে গেলে কাপড় শক্ত হয়ে হার্টকে চেপে ধরে। তখন হার্ট ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে অপারেশন করে কাপড়টিকে কেটে দিয়ে বার করে দিতে হয়।

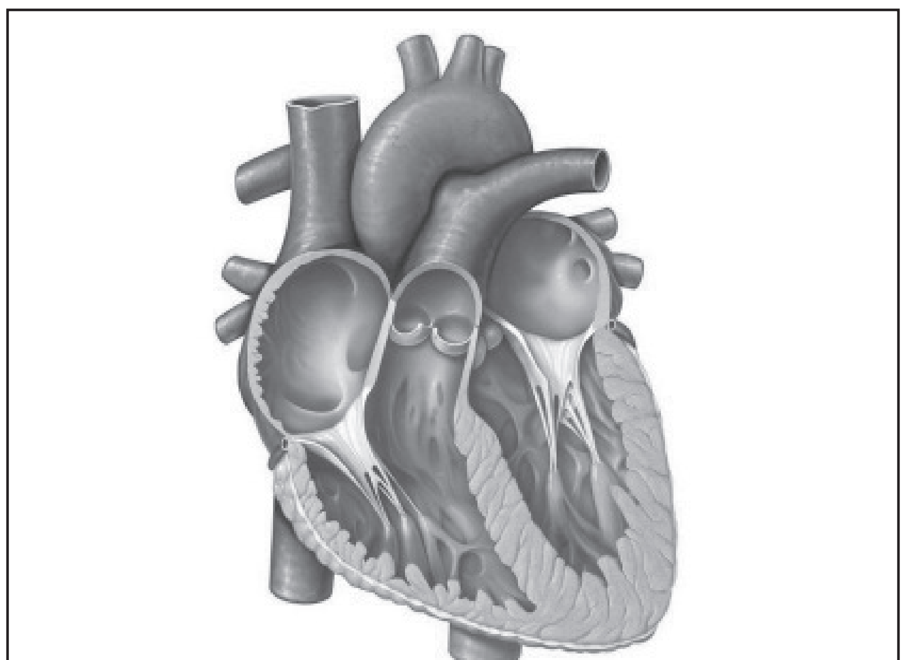

পেরিকার্ডাইটিসের এর কটি ভাগ?

মূলত দুটি ভাগ, অ্যাকিউট এবং ক্রনিক। ধরুন জ্বর বা ভাইরাল জ্বর হল সঙ্গে পেরিকার্ডাইটিসের ব্যথা হল। তখন একে বলা হবে অ্যাকিউট। কিন্তু কারও যদি সমস্যাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাকে বলা হয় ক্রনিক।

ক্রনিক এবং অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিসের লক্ষণ কী কী?

প্রথম বেশ ব্যথা করে। এই ব্যথা কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের মতো ব্যথা নয়। রোগী হয় তো বললেন, আমার নিঃশ্বাস নিলে লাগছে। কাশলে লাগছে ইত্যাদি। এই লক্ষণগুলি অনেকটাই হার্টের সমস্যা হলে এমন হয়। অনেক সময় ই সি জি করেও ধরা যায়। তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এগুলিই হল স্বাভাবিক লক্ষণ।

ক্রনিক এ কী কী ক্ষতি হতে পারে? অ্যাকিউটেই বা কী কী ক্ষতি হয়?

ক্রনিকে বারবার জল জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরফলে রক্তচাপ কমে যায়। হার্ট রেট বাড়তে শুরু শুরু করে দেয়। অনেক সময় তিন মাস ছ মাস অন্তর বারবার হয়। এতে আশঙ্কা থাকে। সাধারণত ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে ওপেন অপারেশন করতে হয় না। খুব ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বড় অপারেশনের প্রয়োজন হয়। এ সময় কাপড়টাকে কেটে হার্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

অ্যাকিউটে জল না জমলে না তেমন আশঙ্কাজনক রোগভোগের সম্ভাবনা থাকে না।

হার্ট ফেলিওর হতে পারে কী?

হার্ট ফেলিওর হয় না। তবে হার্টের কার্যকারিতায় অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে।

কোন বয়সের মানুষের মধ্যে এই অসুখ বেশি দেখা যায়?

এবার পুজোয় চিংড়ি চপ

পুজোয় চিংড়ির তৈরি যেকোনো খাবার খেতে এককথায় রাজি হয়ে যাবেন সবাই। নাস্তা বা রকমারি কুড়মুড়ে চিংড়ি চপ হলে তো কথায় নেই। কারো কারো আবার পছন্দের শীর্ষে থাকে চিংড়ি চপ। তাই আজকের পছন্দের এই খাবার পরিবেশন করে চমকে দিন সবাইকে।

ঝটপট তৈরি করে নিন চিংড়ির মুখোরচক চপ। তাই আসুন দেখে নেয়া যাক মজাদার চিংড়ি চপ তৈরির সহজ রেসিপি।

উপকরণ ঃ- খোসা ছাড়ানো বড় চিংড়ি ২ কাপ, আদাবাটা আধা চা চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো আধা চামচ, পিঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, কাঁচামরিচ কুচি আধা চা চামচ, পুদিনা পাতা কুচি ১ চা চামচ, ডিম ১ টি টোস্ট বিস্কিট গুঁড়া আধা কাপ, ময়দা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো।

পদ্ধতি ঃ- প্রথমে চিংড়ি খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর একটি পাত্রে সব ময়লা, লবণ, পিঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ এবং পুদিনাপাতা কুঁচি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটি আঠালো করার জন্য ময়দা দিলে ভালো হবে।

একটি ডিম ফেটিয়ে আলাদা বাটিতে রাখুন। একটি প্যানে ডুবোতেলে ভাজার জন্য তেল দিয়ে তেল গরম হতে দিন। তেল গরম হলে একটি করে চিংড়ির গায়ে মিশ্রণটি লাগিয়ে পছন্দ মত আকার দিন। এবার ডিমের মিশ্রণে চুবিয়ে টোস্ট বিস্কিট গুড়োর মধ্যে গড়িয়ে নিয়ে তেলে ভাজুন। চাইলে বল আকারেও করতে পারেন। লাল করে ভেজে তুলে সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুণ মজাদার কুড়মুড়ে চিংড়ি চপ।

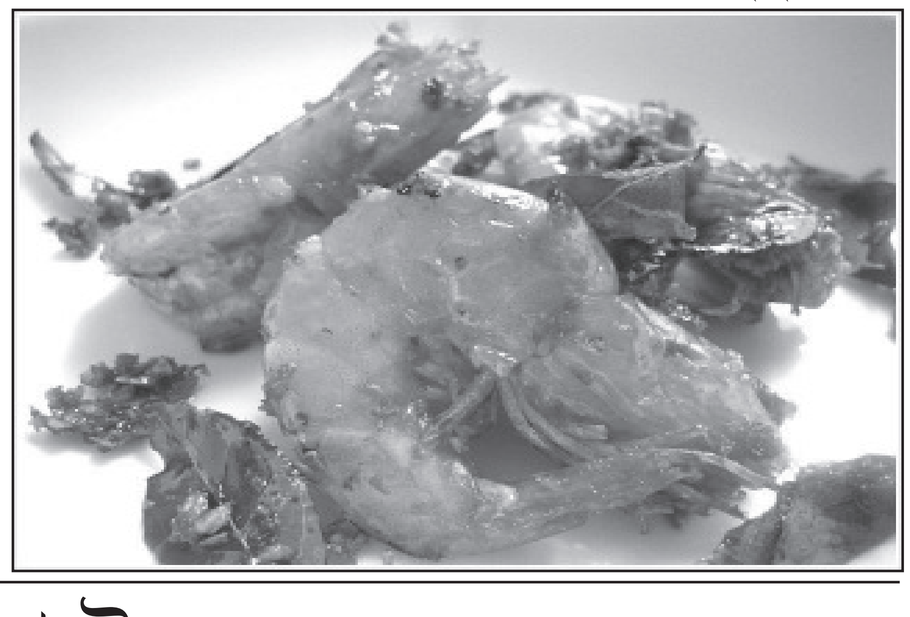

মুখে উজ্জ্বল ত্বকের জন্য

সংসার-সন্তান সামলানা সেই সঙ্গে চাকরি নলিমার দম ফেলার ফুসরত নেই। সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। নিজের বাড়তি যত্নের সময় পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। নীলামার মত এরকম অনেকেই অছেন যারা যান্ত্রিক শহরের ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এতো ব্যস্ততার মাঝেও একটু সময় বের করা কিন্তু খুব কষ্টের নয়, চাই শধু নিজেকে সুন্দুর রাখার নামসিকতা। আর পার্লারে না যেতে চাইলে বা কেমিকেলের ওপর নির্ভর না করে প্রাকৃতিক উপাদানের ওপরই ছেড়ে দিতে পারি রূপচচর্চা পুরো দায়িত্ব। আর এই রূপচর্চার সামগ্রীগুলো পেয়ে যাবেন রান্নাঘর থেকেই।

ত্বকের উজ্জ্বলতা-

কোড়ানো নারকেল থেকে দুধ বের করে নিন। এবার নারকেল দুধ তুলা দিয়ে ত্বকে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দুয় নিন। নিয়মিত ব্যবহারে এটি ত্বক এবং ঠোঁটের কালো দাগ দর করে ত্বকের উজ্জবলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ঝামেলা এড়াতে একদিন তৈরী করে মারকেল দুধ ফ্রিজে রেখে ৭ জনি পযতন্ত ব্যবহার করতে পারনে।

ত্বক পরিস্কার জানেরর কি?

পৃথিবীর সবছেয়ে ভালো ক্লিনিজিং-দুধ। ত্বকের ময়লা পরিস্কার করতে কাঁচা দুধেরজুড়ি নেই। দুধে তুলা ভিজিয়ে ত্বকে আলতো করে ম্যাসা করুন।

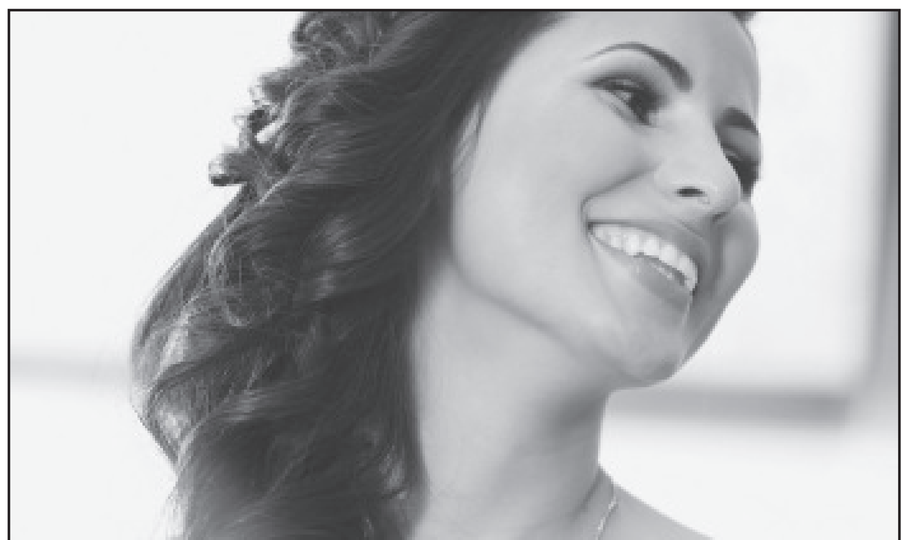

শুক্রবার আগরতলায় তৃণমূলের প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দেয় দুষ্কৃতিরা। ছবি ঃ নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী আগে বলুক পাচামিতে জমি রাজ্য কিনবে ? নাকি অধিগ্রহণ করবে : সুজন চক্রবর্তী

নানুর, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : 'মুখ্যমন্ত্রী আগে বলুক পাচামিতে জমি রাজ্য কিনবে? নাকি অধিগ্রহণ করবে? পূনর্বাসন নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক।' এমনটাই বললেন, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। গত ৭ নভেম্বর নানুরের বালিগুণী গ্রামে পিটিয়ে খুন করা হয় সিপিআইএম কর্মী বাদল শেখ কে। এদিন মৃত দলীয় কর্মীর বাড়িতে আসেন সুজন চক্রবর্তী নেতৃত্বে বাম প্রতিনিধি দল।পরে নানুরে দলীয় কার্যালয়ে সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের কর্মীকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। কোন অনুব্রত মণ্ডলের কোন গড় নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ পিছনে আসে ততক্ষণ তৃণমূল আছে। পুলিশ সরে যাক গর্ত লুকাবে।' তিনি আরও বলেন, 'ওই পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল হুমকি দিচ্ছে। আমরা ওই পরিবারের পাশে আছি। ওই পরিবারের হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দিলাম।' দুদিন আগেই রাজ্য সরকারের ঘোষিত ডেউচা পাঁচামি কয়লা খনি কাজ শুরু করার আগে প্যাকেজ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই খনি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী কে তীব্র আক্রমণ করেন সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'দেওচা-পাচামি নিয়ে কোন সঠিক রিপোর্ট নেই রাজ্যে। আমরা সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ করেছিলাম সরকারি আইনে। মুখ্যমন্ত্রী কি সরকারি আইন জানেন? মুখ্যমন্ত্রী কি সরকারি আইনে জমি অধিগ্রহণ কিনবেন? আগে বলুক।'

প্রসঙ্গত, সদ্য পাচামিতে খোলা মুখ কয়লা খনির কাজ শুরু হচ্ছে এমন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি, তিনি ওই এলাকার জমিদাতাদের জন্য এক গুচ্ছ পুনর্বাসন ঘোষণা করেন। যা শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করার দাবি তুলেছে বামেরা। পাশাপাশি রাজ্যের শিল্প সম্মেলন নিয়ে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের কাছে হিসাব তলব করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'শিল্পায়নের নামে অসততা, হিসাব দিতে পারছেন না অমিত মিত্র ও মুখ্যমন্ত্রী।' এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, 'শিল্প সম্মেলনে রাজ্য বলছে ১৪ লক্ষ্য কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। কিন্তু, কোথায়? আমরা তো হিসাব চেয়েছি। হিসাব দিতে পারছে না। আমরা তো রাজ্যপালের কাছেও গিয়েছিলাম। ওনাকে বলেছিলাম আপনি রাজ্যের তো প্রধান, আপনি হিসাব চান।' এদিন বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে ৩ গোরু পাচারকারীকে নিহত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিএসএফ-এর রোল কোন অংশেই ভালো নয়। গুজরাটে বিএসএফএফ এড়িয়া কমানো হচ্ছে। এই রাজ্যে বাড়ানো হচ্ছে কেন? এটা তো ঠিক নয়। বিএসএফ থাকা সত্ত্বেও রোজ পাচার হচ্ছে। পাচারকারীরা তৃণমূলের নবান্নে, কালীঘাটে বসে আছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

বজবজে পরিত্যক্ত বাড়িতে প্রবল বিস্ফোরণ, প্রাণ গেল ১ জনের

ডায়মন্ড হারবার, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বজবজ। শুক্রবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বজবজ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যাঞ্জনহেড়িয়ার হাজি মহম্মদ মহসিন রোডে। ভরদুপুরে বিকট শব্দের বিস্ফোরণে প্রাণ গেল একজনের। কীভাবে পরিত্যক্ত বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কাল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে ফরেন্সিক দল ওই এলাকায় ফাঁকা মাঠের এক কোণে টালির চালের একটি বাড়ি ছিল। তার মালিক স্থানীয় ব্যবসায়ী। ঘরটিতে স্থায়ীভাবে কেউই বসবাস করতেন না। তবে গোলাম মেহবুব ওরফে পাগলা দিলীপ নামে বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি পরিত্যক্ত ঘরটির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতেন।

শুক্রবার দুপুরেও ওই বাড়ির পাশেই ছিলেন গোলাম মেহবুব। সেই সময়ই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। আওয়াজ শুনে হতচকিত হয়ে যান স্থানীয়রা। জড়ো হয়ে যান এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে বজবজের ডিএসপি (শিল্প) নিরুপম ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। গোলাম মেহবুবকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্ধারের সময় বিস্ফোরণের তীব্রতায় হাত, পা-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ আগুনে ঝলসে গিয়েছিল তাঁর। তবে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নিষ চিকিৎসকরা জানান, মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

ওই পরিত্যক্ত বাড়িটিতে কেন বিস্ফোরণ হল, তা বোঝা যাচ্ছে না। কোনও দাহ্য পদার্থ নাকি বিস্ফোরক মজুত ছিল ওই পরিত্যক্ত বাড়িটিতে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পুরপ্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সন লুৎফর হোসেন বলেন, "কী কারণে বিস্ফোরণ হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সবদিক খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।" —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শিলচরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের তীব্র সংকট, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

শিলচর (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : শিলচর শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের সংকট দীর্ঘদিনের। পর্যাপ্ত পানীয় জল না পাওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করতে প্রায় সময়ই সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে দাবি জানান এলাকার জনসাধারণ। উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে এলাকার সমাজসেবীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের অবগত করলে কিছুদিন ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু আবারও সেই একই সমস্যায় সম্মুখীন হতে হয় এলাকাবাসীকে।

এদিকে, শহরের পাবলিক স্কুল রোডের সূর্যসেন লেনের সামনে জল সরবরাহের একটি পাইপ লাইন লিক হয়ে জল পড়তে দেখে পাড়ার সচেতন নাগরিক দেবোত্তম রায় বিষয়টি অবগত করান এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী দেবাশিস সোমকে। সঙ্গে সঙ্গে দেবাশিসবাবু বিষয়টি নজরে আনেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তপন শর্মার। পাশাপাশি তিনি ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সমস্যার কথা জানান এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে। বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালে শুক্রবার সকালে পাইপ ফেটে যে স্থানে জল পড়ছে, সেই স্থান পরিদর্শনে যান। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সামনে পেয়ে নিজেদের জলের সমস্যা কথা আবারও একবার তুলে ধরেন এলাকাবাসী।

এনিয়ে পুরসভার সঙ্গে কথা বলে মেরামত করানোর আশ্বাস দেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তপন শর্মা।

সারা অসম নাথ-যোগী যুব পরিষদের বরাক উপত্যকা ভিত্তিক আহ্বায়ক কমিটি গঠিত, কলিয়াবরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের শিলান্যাস ১৯শে

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : সারা অসম নাথ যোগী যুব পরিষদের বরাক উপত্যকা ভিত্তিক আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে শুক্রবার। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিত্যানন্দ কাকতি, সাধারণ সম্পাদক বলীন্দ্র কুমার নাথ, সারা অসম যুব পরিষদের উপদেষ্টা তথা প্রাদেশিক যোগী সম্মিলনীর সম্পাদক অস্তিক নাথ, নাথ যোগী সেবা বাহিনীর অধিনায়ক নিরঞ্জন নাথ প্রমুখের উপস্থিতিতে বরাক উপত্যকা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটিতে উপদেষ্টা একজন, শিলচর থেকে একজন মুখ্য আহ্বায়ক ও হাইলাকান্দি থেকে দুজন মুখ্য আহ্বায়ক রাখা হয়েছে। এছাড়া কাছাড় জেলা থেকে পাঁচ এবং হাইলাকান্দি জেলা থেকে ১১ জন আহ্বায়ক রাখা হয়েছে। কাছাড় থেকে মুখ্য আহ্বায়ক হয়েছেন করণ নাথ এবং হাইলাকান্দি জেলা থেকে দুই মুখ্য আহ্বায়ক হলেন প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য রাজু নাথ ও শ্যামসুন্দর নাথ।

কাছাড় জেলা থেকে পাঁচজন আহ্বায়ক হলেন, সুজিত নাথ, যশোধর নাথ, উজ্জ্বলা নাথ, নিয়তি নাথ ও শিল্পা নাথ। হাইলাকান্দি জেলার ১১ জন আহ্বায়ক হলেন জ্যোতির্ময় নাথ, প্রবীর নাথ, রাজু দেবনাথ, জয়ন্ত নাথ, নীলোৎপল নাথ, হিমানীষ নাথ, পূর্ণজ্যোতি নাথ, হিমু নাথ, বিপ্লব নাথ, তপন দেবনাথ ও কার্তিক দেবনাথ। তবে এই আহ্বায়ক কমিটিতে করিমগঞ্জ জেলা থেকে আপাতত কাউকে রাখা হয়নি।

কমিটি গঠন করে সারা অসম নাথ যোগী যুব পরিষদের সভাপতি নিত্যানন্দ কাকতি জানিয়েছেন, এই আহ্বায়ক কমিটি বরাকের সাংগঠনিক দিক পর্যালোচনা করে শীঘ্রই বরাক উপত্যকা ভিত্তিক নাথ যোগী যুব পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের শেষে বা আগামী বছরের জানুয়ারিতে অসম প্রাদেশিক নাথ যোগী সম্মিলনীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা হাইলাকান্দিতে। ফলে এর আগে যুব পরিষদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে, সারা অসম নাথ যোগী যুব পরিষদ শুক্রবার হাইলাকান্দির জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা-এর কাছে একটি স্মারকপত্র তুলে দিয়ে জনগোষ্ঠীয় লোকগণনায় নাথ-যোগীদের প্রচলিত উপাধিসমূহ যাতে কর্তন করা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। স্মারকপত্রে বলা হয়েছে, জনগোষ্ঠীয় লোকগণনায় নাথ যোগীরা বিভিন্ন উপাধিভুক্ত হয়ে থাকলেও নিজ জনগোষ্ঠীয় গণনায় যাতে বাদ না পড়েন এবং সঠিক তথ্যভিত্তিক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি গণনার সময় পরিবারসমূহের জাতির প্রমাণপত্র দেখিয়ে পরিচয় প্রদান করে নিখুঁতভাবে গণনার কাজ সম্পন্ন করতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

স্মারকপত্রে জেলাশাসককে নাথ যোগীদের প্রচলিত উপাধিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রচলিত উপাধি সমূহ হচ্ছে নাথ, দেবনাথ, বরা, শইকিয়া, হাজরিকা, কাকতি, শহরিয়া, ভুইয়াঁ, কাটনি, মুদৈ, চমুয়া, ভৌমিক, মেধি, মজুমদার, দীক্ষিত, গিরি, পুরি, পণ্ডিত, তালুকদার, চৌধুরী, নেওগ, দত্ত, বরদলৈ, চক্রবর্তী প্রভৃতি।

স্মারকপত্র প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিত্যানন্দ কাকতি, সাধারণ সম্পাদক বলীন্দ্র কুমার নাথ, যুব পরিষদের উপদেষ্টা অস্তিক নাথ, নিরঞ্জন নাথ সহ হাইলাকান্দি জেলার পক্ষে নাথ যোগী সম্মিলনীর জেলা সভাপতি মৃণালকান্তি নাথ মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করুণাময় দেবনাথ, জেলা ওবিসি বোর্ডের চেয়ারম্যান জওহরলাল নাথ, অনিন্দ্য কুমার নাথ, যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমিত্র নাথ প্রমুখ।

এদিকে, সারা অসম নাথ যোগী যুব পরিষদের সভাপতি নিত্যানন্দ কাকতি, সাধারণ সম্পাদক বলীন্দ্র কুমার নাথ, উপদেষ্টা অস্তিক নাথ, সেবা বাহিনীর অধিনায়ক নিরঞ্জন নাথ শুক্রবার হাইলাকান্দিতে এসে জেলার সাংগঠনিক কাজকর্ম পর্যালোচনা করেছেন। বৈঠক করেছেন যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমিত্র নাথ, জেলা ওবিসি বোর্ডের চেয়ারম্যান জওহরলাল নাথ, সাংবাদিক অনিন্দ্যকুমার নাথ, জেলা যোগী সম্মিলনীর কার্যকরী সভাপতি মৃণালকান্তি নাথমজুমদার, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করুণাময় দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। তাঁরা জেলায় সাংগঠনিক ভিত আরও মজবুত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বৈঠকে সভাপতি নিত্যানন্দ কাকতি জানিয়েছেন, নগাঁও জেলার কলিয়াবরে অসম নাথ যোগী যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠান হচ্ছে ১৯ নভেম্বর। শিলান্যাস করবেন কলিয়াবরের বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী কেশব মহন্ত। উপস্থিত থাকবেন জেলার বিশিষ্ট নাগরিক সহ প্রাদেশিক নাথ যোগী সম্মিলনীর কর্মকর্তারা। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান। দিনভর চলবে আয়োজন। এতে হাইলাকান্দি জেলার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি কামনা করেছেন সভাপতি ও সম্পাদক।

পিএসি চেয়ারম্যান পদে মুকুলের নিয়োগের শুনানি মুলতবি করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি. স.) সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মুকুল রায়ের দলত্যাগ নিয়ে শুনানি বিধানসভায় হবে না। শুক্রবার এমনটাই জানালেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তাই বিধানসভার অন্দরে এই দলত্যাগের অভিযোগের কোনও শুনানি হবে না বলে পিএসি চেয়ারম্যান পদে মুকুলের নিয়োগের শুনানি মুলতবি করে দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ।

শুক্রবার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শেষে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান পদে মুকুল রায়ের নিয়োগের বিরুদ্ধে বিজেপি পরিষদীয় দলের দায়ের করা অভিযোগের শুনানি হয় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে। তাতে অংশ নেন কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায় ও আইনজীবী বিল্বদল মুখোপাধ্যায়। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলার পর শুনানি মুলতুবি করে দেন বিমান। পরবর্তী শুনানির দিন ঘোষণা হয়েছে ২১ ডিসেম্বর।

বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তাঁর (স্পিকার) দায়ের করা মামলাটির কথা উল্লেখ করেই শুনানি মুলতুবি করে দেন। এই শুনানিতে অংশ নেননি মুকুল। এমনকি, তাঁর অনুপস্থিতির কারণও উল্লেখ করেননি বলেই জানিয়েছে বিজেপি পরিষদীয় দল।

প্রসঙ্গত, ১১ জুন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপি বিধায়ক মুকুল। এরপরেই তাঁকে করা হয় পিএসি-র চেয়ারম্যান। মুকুলের দলবদলের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে বিধায়ক পদ খারিজ আবেদন করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে তাঁকে পিএসসি-র চেয়ারম্যান করার বিরুদ্ধেও অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করে বিজেপি পরিষদীয় দল। তিন মাসেও বিধায়ক পদ খারিজের আবেদনের নিষ্পত্তি না হলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা। গত ৭ অক্টোবর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে স্পিকারকে নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সে ক্ষেত্রে মেঘালয়ের কেশম মেঘাচন্দ্র সিংহ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তিন মাসের মধ্যে বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশের কথা উল্লেখ করেই হাইকোর্টে আবেদন করেছিল বিজেপি।

হাইকোর্টের সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন অধ্যক্ষ। সেই মামলার কথা উল্লেখ করেই তিনি শুনানি মুলতবি করে দেন বলেই দাবি করা হয়েছে। স্পিকার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিএসি-র চেয়ারম্যান পদে থাকতে পারবেন মুকুল। আগামী ২৬ নভেম্বর পিএসসি-র পরবর্তী বৈঠক। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করিমগঞ্জের পিংছড়ায় ত্রিশ বিঘা জমিতে অবৈধ রবার ও সুপারি বাগান কেটে তছনছ বন দফতরের

পাথারকান্দি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সাধারণ প্রশাসন এবং বন দফতরের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। এরই অঙ্গ হিসেবে বিগত কয়েকদিনের মতো করিমগঞ্জ জেলা বন দফতর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধভাবে নির্মিত ফিশারি ধ্বংস করার পাশাপাশি সুপারি ও রবার বাগান কেটে তছনছ করে দিচ্ছে।

করিমগঞ্জের ডিএফও বসন্থন বি (আইএফএস)-এর স্ব-উদ্যোগে জেলার প্রতিটি রেঞ্জ ফরেস্ট এলাকায় রুটিন মাফিক উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিগত দিনের মতো আজ শুক্রবারও পাথারকান্দি সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট অর্পিতা দত্তমজুমদার, এসিএফ সুখদেব সাহারা বিরাট পুলিশ ও ফরেস্ট প্রটেকশন বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার দোহালিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পিংছড়ায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছেন। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনিতে সংগঠিত উচ্ছেদ অভিযানে গাছ কাটার মেশিন লাগিয়ে প্রায় তিন হাজার রবার ও সুপারি গাছ কেটে অনুমানিক ৩০ বিঘা সরকারি জমি বেদখলমুক্ত করা হয়েছে।

শতবর্ষে পা দিচ্ছে শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন, ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ নতুন মন্দিরের শিলান্যাস শনিবার

শিলচর (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : ২০২৪ সালে শতবর্ষে পা দিচ্ছে বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন। শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এখন থেকেই শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হবে একটি নতুন মন্দির। এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে আগামীকাল ১৩ নভেম্বর, শনিবার।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রের ১৬ জন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী এসে পৌঁছছেন শিলচরে। আজ শুক্রবার সকালে মিশন প্রাঙ্গণ থেকে এক শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দের পটচিত্র প্রস্তাবিত সেবাশ্রমের নতুন মাল্টিপারপাস ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে আয়োজিত হয় বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম যজ্ঞ ইত্যাদি।

একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে আজ দিনভর অনুষ্ঠিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড়মঠের বিশিষ্ট গায়ক সন্ন্যাসী স্বামী শিবাদিশানন্দজি মহারাজ সহ উপত্যকার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীরা।

হাইলাকান্দিতে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে কলেজে শিবির

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : ২০২২ সালের ১ জানুয়ারিকে ভিত্তি করে চলতি ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য হাইলাকান্দি জেলায় ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ চালু হয়েছে। গুগল প্ল্যা-স্টোর থেকে ভোটার হেল্পলাইন ডাউনলোড করে ভোটার রেজিস্ট্রেশন ক্লিক করে ভোটার তালিকায় নাম তোলা, সংশোধন এবং কর্তন করা যাবে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৩, ১৪,, ২১ এবং ২২ নভেম্বর জেলার কলেজগুলিতে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত পড়ুয়াদের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে শিবির স্থাপন করা হবে।

হাইলাকান্দি এসএস কলেজে ১৪ ও ২২ নভেম্বর, আলগাপুরের এএল চৌধুরী কলেজে ১৩ ও ২১ নভেম্বর, কাটলিছড়ার এসকে রায় কলেজে ১৩ ও ২১ নভেম্বর এবং লালার পিকে গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ১৩ ও ২১ নভেম্বর এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১৮-পূর্ণ পড়ুয়াদের জন্মের প্রমাণপত্র, পরিচয় পত্রের প্রমাণ, পরিবারের ভোটার পরিচয় পত্র ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত থাকতে জেলা প্রশাসনের নির্বাচনী শাখা থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, শিবিরগুলোতে বিনামূল্যে প্রশাসনের নির্বাচনী শাখার কর্মচারী মারফত ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে।

শনিবার হাইলাকান্দিতে চিত্রাঙ্কন, স্লোগান ও রচনা প্রতিযোগিতা

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : লিগ্যাল সার্ভিস সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল শনিবার হাইলাকান্দির বেসরকারি ব্লু ফ্লাওয়ার্স ইংরেজি মাধ্যম হাইস্কুলে চিত্রাঙ্কন, রচনা লেখা এবং স্লোগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি। এই কর্মসূচির সহযোগিতায় রয়েছে হাইলাকান্দির বেসরকারি সংগঠন হোপ ফর জেমস সোসাইটি।

আগামীকাল ১৩ নভেম্বর বিকেল আড়াইটায় অনুষ্ঠেয় জেলা ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে গ্রুপ ''এ'' প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি 'ন্যাচারাল সিনারি', গ্রুপ ''বি'' পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং', গ্রুপ ''সি'' নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি 'গ্রিন হাউস এফেক্ট'। অপরদিকে, স্লোগান প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে 'কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন। স্লোগান হিন্দি, ইংরেজি ও বাংলায় লেখা যাবে। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

রচনা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'এচিভমেন্ট অব ইন্ডিয়া ইন লাস্ট সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স অব ইনডিপেনডেন্স'। ১২ থেকে ২২ বছরের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। শর্টফিল্ম মেকিং প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমাজের যে কোনও জ্বলন্ত সমস্যা। ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন এই প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ১৩ নভেম্বর বেলা আড়াইটায় হাইলাকান্দি রবীন্দ্র সরণিতে অবস্থিত ব্লু ফ্লাওয়ার্স ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

আগরতলায় পুরভোটের প্রচারে ত্রিপুরা যাচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : আগরতলার পুরসভার ভোটে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। এবার পুরভোটের প্রচারে ত্রিপুরা যাচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম। জানা গেছে আগামী ২০ নভেম্বর আগরতলায় পুরভোটের প্রচারে যাচ্ছেন তিনি। আগামী ২৫ নভেম্বর আগরতলা পুরসভা-সহ ত্রিপুরার ১৩টি পুর পরিষদ এবং ৬টি নগর পঞ্চায়েতে ভোট। গণনা ২৮ নভেম্বর। ৫ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন জমা নেওয়ার কাজ চলবে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ৮ নভেম্বর। বাংলা জয়ের পর তৃণমূলের টার্গেট উত্তর-পূর্বের রাজ্য ত্রিপুরা। আগরতলার পুরসভার ৫১টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। প্রার্থী দেওয়ার পরেই সেই রাজ্যে জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যজুড়ে একাধিক কর্মসূচিও নিচ্ছেন দলের নেতাকর্মীরা। ইতিমধ্যেই ৩১ অক্টোবর ত্রিপুরা সফরে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সভাও করেছেন। আগামী ২২ নভেম্বরেও তিনি ত্রিপুরা যাবেন। তার আগে সেখানে পুরভোটের প্রচার সারতে যাবেন ফিরহাদ হাকিম। আগামী ২০ নভেম্বর আগরতলায় পুরভোটের প্রচারে যাচ্ছেন তিনি।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

রাজ্যের সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করতে কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা। বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি, এসপি-দের সঙ্গে।

শুক্রবার রাজারহাট নিউটাউনে হিডকো ভবনে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব বিপি গোপালিকা এবং ডিজি মনোজ মালব্যর সহ সহ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয়কুমার ভাল্লা। বৈঠকে বিএসএফের এডিজি ওয়াই বি খুরানিয়া, ল্যান্ড পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বর্ডার ম্যানেজমেন্টের সচিব বিবেক যোশী উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, 'অবিলম্বে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য সীমানা চিহ্নিতকরণ করতে হবে'। 'দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করে কাঁটাতারের বেড়ার কাজ শেষ করতে হবে'। 'যেখানে সিঙ্গল ফেন্সিং সেখানে দ্রুত ডবল ফেন্সিং শেষ করতে হবে'। 'কেন্দ্রের কাছে সীমান্ত সুরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ'।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬০ জন

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না করোনা হানা। এরই মাঝে ফের ৮০০ পারলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬০ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬০ জন। যা বৃহস্পতিবারের তুলনায় সামান্য বেশি। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও কলকাতায় নিম্নমুখী করোনা গ্রাফ। একদিনে তিলোত্তমায় ২৩৩ জনের শরীরে থাবা বসিয়েছে ভাইরাস। তারপরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে নতুন করে আক্রান্ত ১৪৮ জন। তার ফলে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ ২ হাজার ৪৪৬ জন। করোনা একদিনে প্রাণ কেড়েছে ১৪ জন। তার ফলে এখনও পর্যন্ত এ রাজ্যে করোনার বলি হয়েছেন ১৯ হাজার ২৯৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১ হাজার ১১৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তার ফলে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩২২টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। পজিটিভিটি রেট কমে দাঁড়িয়েছে ২.০৯ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় ভ্যাকসিনেশন। শুক্রবার গোটা রাজ্যে মোট ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৭২৭ জনের টিকাকরণ হয়েছে। তার মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৯৫০ জন প্রথম এবং বাকি ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৭৭ জন দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন।

হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

শিলচরের মধুরবন্দে গৃহস্থের ঘরে দুষ্কৃতী হানা, ব্যাপক ভাঙচুর লুটপাট, অধরা অভিযুক্ত

শিলচর (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচর শহরের মধুরবন্দে গতকাল সন্ধ্যারাতে জনৈক গৃহস্থের ঘরে জনৈক দুষ্কৃী হানা দিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। এ ঘটনায় জনৈক রিয়াজ উদ্দিন মজুমদার ওরফে রিজুর বিরুদ্ধে সদর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এতে এলাকায় চাঞ্চল্য ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী হুসনা বেগম মজুমদার এবং তাঁর স্বামী মনজুর রহমান লস্করের অভিযোগ, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাতে জনাব আলি লেনে জনৈক মনজুর রহমান লস্করের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে ভাঙচুর চালিয়ে লুটপাট করেছে রিয়াজ উদ্দিন মজুমদার ওরফে রিজু নামের এক যুবক। ঘটনার বিবরণ সংবলিত একটি অভিযোগনামা শিলচর সদর থানায় তাঁরা দাখিল করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৩৮০, ৪২৭ এবং ৫০৬ ধারায় ৩৯৪০/২০২১ নম্বরে শিলচর সদর থানায় এক মামলা নথিভুক্ত করেছে পুলিশ।

তাঁদের অভিযোগ, হাতে দা নিয়ে মধুরবন্দ বরাকপারের জনৈক রিয়াজ উদ্দিন মজুমদার নামের যুবক মদ্যপ অবস্থায় তাঁদের ঘরে প্রবেশ করে নানারকমের জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে শুরু করে। পরে ঘরের মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করার পাশাপাশি ঘর থেকে নগদ এক লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নিয়েছে দুষ্কৃতীটি। তাঁরা বলেন, সে সময় ঘরে অবস্থানরত পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের চিৎকার না করার জন্য শাসানি দিয়েছিল দুষ্কৃতকারী যুবক।

অবলীলায় সে তাঁদের ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে। ঘটনার পর হুসনা বেগম মজুমদার এবং মনজুর রহমান লস্কর শিলচর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। কিন্তু মামলা রুজু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এ পর্যন্ত কোনও ধরপাকড়ের খবর নেই। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে মধুরবন্দ এলাকায়।

ন্যাশনাল এচিভমেন্ট টেস্ট অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি গুণগত মান নির্ণয় শুক্রবার রাজ্যের নির্ধারিত স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল এচিভমেন্ট টেস্ট।

ন্যাশনাল এচিভমেন্ট টেস্ট সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতেও আজ ১২ ই নভেম্বর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের মান ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়াশোনার গুণগত মান এই এচিভমেন্ট টেস্ট এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবে। তাই আজ সকাল থেকেই সিলেক্টেড বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা। অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট নিতে আসা প্রতিনিধিদলের একজন প্রতিনিধি নম্রতা দাস জানান সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই পরীক্ষা। পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগতমান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়াশোনার মান উঠে আসবে। পাশাপাশি এ পরীক্ষাগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ের অনুসারে নেওয়া হচ্ছে।আজ ধলাই জেলার আমবাসাতেও বিভিন্ন বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত এই ন্যাশনাল এচিভমেন্ট টেস্ট।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ ১২-হাজারের ঊর্ধ্বেই, মৃত্যু রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনা-সংক্রমণ নিরন্তর বাড়ছে, রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৫১৬ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫০১ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,১৫৫ জন, ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.২৬ শতাংশ। ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৩৭,৪১৬-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,১৪০ জন, যা ২৬৭ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১২,৫১৬ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৫৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৮৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,১০,৭৯,৫১,২২৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫০১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬২,৬৯০ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বেড়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৩,১৫৫ জন।

বিলোনীয়ায় যুব মোর্চার সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ নভেম্বর।। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ ময়দানে বিলোনিয়া মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে 'আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত' স্লোগানকে সামনে রেখে সক্রিয় মন্ডল- সক্রিয় বুথ, সক্রিয় যুবকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শক্ত যুবমোর্চা সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে -প্রদেশ নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ যুব মোর্চা সভাপতি নবাদল বণিক, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, দক্ষিণ জেলা যুব মোর্চা সভাপতি সুমন দেবনাথ, দক্ষিণ জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক , বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার সহ বিজেপির বিভিন্ন পদাধিকারীগন এবং মন্ডল এর অধীনে ৫৩ টি বুথের বরিষ্ঠ যুবমোর্চা কার্য কর্তারা। আয়োজিত সম্মেলনে বিলোনীয়া মন্ডল এর অধীনে ৫৩ টি বুথ এলাকার সাংগঠনিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার জন্য- প্রত্যেকটি বুথ কমিটির দায়িত্বরত কনভেনার এবং পদাধিকারীদের সাথে আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। সক্রিয় মন্ডল- সক্রিয় বুথ আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে- সক্রিয় যুবক যুবতীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ যুব মোর্চা সভাপতি নবাদল বণিক। আসন্ন পুর পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে, বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার লক্ষ্যে, বরিষ্ঠ নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে মন্ডল এর অধীনে ৫৩ টি বুথের কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে- যুব মোর্চার উদ্যোগে বিলোনীয়ার রাজপথে- সুবিশাল বাইক রেলি সংঘটিত করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিধায়কের মানবিক মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ১২ নভেম্বর।। বিধায়কের মানবিক মুখ। অসুস্থ দুই গরিব পরিবারকে চিকিৎসা করার জন্য কিছু আর্থিক সহায়তা করলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। উল্লেখ্য কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতেখা গ্রামের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর লক্ষণ দাস বয়স ৪২। কিছুদিন পূর্বে কাজ করতে গিয়ে একটি গাছ থেকে পড়ে যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। অপরজন একই গ্রামের বাসিন্দা বিবেক চৌধুরীর বয়স্ক স্ত্রী সবিতা চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরেই প্যারালাইসিস রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এই দুই পরিবার অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় খবর পেয়ে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী ছুটে যান ওই দুই গরিব পরিবারের বাড়িতে। ওই দুই পরিবারের বাড়িতে গিয়ে কিছু আর্থিক সহায়তা করেন পাশাপাশি দুই পরিবারের কর্তাদের বলে আসেন পরবর্তী সময়ে যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি অবশ্যই পাশে থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেন। বিধায়কের সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দিব্যেন্দু মজুমদার এবং কল্যানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস দেব রায় সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক বরাবরই শুধু এই দুই পরিবার নয় গোটা কল্যাণপুর বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন ভাবে মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন সব সময়। তাই উনার এসব কাজকে অনেকেই সাধুবাদ জানান।

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ নভেম্বর।। আজ ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস কর্মসূচির শুভ সুচনা অনুষ্ঠিত হয় সমর চৌধুরী স্মৃতি মিলনায়তন, বড়পাথরী, দক্ষিণ ত্রিপুরায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাননীয়া আধিকারিক ডঃ রাধা দেববর্মা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মাননীয় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ, আর.সি.এইচ স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ সঞ্জয় রুদ্র পাল, স্টেট কনসালটেন্ট, দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসাররা, বড়পাথরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী এবং সামাজিক শিক্ষা দপ্তরের কর্মীগণ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মাননীয়া ডিরেক্টর ডঃ রাধা দেববর্মা, স্বাগত ভাষণ রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মাননীয় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ, এরপর এই কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা এবং নিউমোনিয়া প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডঃ সঞ্জয় রুদ্র পাল।

কৈলাসহর পুর পরিষদে ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর পুরো পরিষদ নির্বাচনে ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। শাসক দল বিজেপি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কংগ্রেস এবং সিপিআইএম সমানতালে বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে প্রচারে শামিল হয়েছে। আগামী পঁচিশে নভেম্বর কৈলাসহর পুর পরিষদের ভোটকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরের রাজনৈতিক পারদ তুংগে উঠেছে। শাসক বিজেপি দলের পাশাপাশি কৈলাসহর পুর পরিষদের মোট সতেরোটি আসনের মধ্যে সতেরোটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিরোধী কংগ্রেস এবং সি.পি.আই.এম। পুর পরিষদ এলাকায় প্রচারে শাসক বিজেপি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলও সমানভাবে এগিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস দলের পক্ষে দলীয় প্রার্থীরা কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রতিদিন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। বারো নভেম্বর শুক্রবার সকালে কৈলাসহর পুর পরিষদের তেরো নং আসনের কংগ্রেস প্রার্থী জয়দ্বীপ দের সমর্থনে দলীয় কর্মী সমর্থকরা তেরো নং আসনের কংগ্রেস প্রার্থী জয়দ্বীপ দে এবং সতেরো নং আসনের কংগ্রেস প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিনহাকে নিয়ে কালীপুর এলাকায় ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন। ভোট প্রচারে কৈলাসহর পুর পরিসদের সতেরো নং আসনের কংগ্রেস প্রার্থী চন্দ্রশেখর সিনহা এবং তেরো নং আসনের কংগ্রেস প্রার্থী জয়দ্বীপ দে ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা দীলিপ দাশ, যুব কংগ্রেস নেতা অসীম দত্ত সহ আরও অনেকে। বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারের সময় চন্দ্রশেখর সিনহা সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কিছু দুস্কৃতিকারীরা প্রতিদিন রাতে কংগ্রেস দলের প্রচার সজ্জা বিশেষ করে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের ফ্লেগ, ফেস্টুন, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে। কংগ্রেস দলের প্রচার সজ্জা নষ্ট করে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের ভোটে জেতা আটকানো যাবে না বলে অভিমত প্রকাশ করেন। উনি আরও বলেন যে, কৈলাসহর পুর পরিসদ কংগ্রেস দল গঠন করলে পুর পরিসদের জল কর মুকুব করা হবে এবং সম্পদ কর অর্ধেক করা হবে।বিরোধীদল সিপিআইএমের প্রার্থী দাও কৈলাশহর পুরো পরিষদ বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করেছেন। ত্রিমুখী লড়াই জয় পরাজয় খুবই কঠিন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

ওবিসি মোর্চার মোহনপুর মন্ডল সভাপতির উপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। ওবিসি মোর্চার মোহনপুর মন্ডল সভাপতি প্রভাত দেবনাথ এর উপর শুক্রবার সকালে দিঘালিয়া এলাকায় প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা ঘটে। অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। অভিযুক্ত ধীরেন্দ্র দেবনাথ পালিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বাজারের জোট ঝামেলাকে কেন্দ্র করে প্রাণঘাতি হামলার চেষ্টা শাসক দলের সংগঠন ওবিসি মোর্চা মণ্ডল সভাপতির উপর।ঘটনাটি শুক্রবার সকালে মোহনপুরের দিঘালিয়া বাজার এলাকায়।দিঘালিয়ার বাসিন্দা প্রভাত দেবনাথ।উনি ওবিসি মোর্চা ২নং মোহনপুর মণ্ডল সভাপতি। বৃহস্পতিবার রাতে দিঘালিয়া বাজারে দুই পক্ষের লোকজনদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি পরে মারপিটের রূপ নিলে পুলিশি হস্তক্ষেপে তা রাতেই ঠিক হয়ে যায়। এরই জের ধরে শুক্রবার সকাল আনুমানিক সাতটা নাগাদ বাজারের ব্যাবসায়ী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ধীরেন্দ্র দেবনাথ প্রভাত দেবনাথকে তারই বাড়ির সামনে রাস্তায় পেয়ে ছুরি দিয়ে তার উপর প্রাণঘাতি হামলা চালাবার চেষ্টা করে।অল্পেতে রক্ষা পেলেও চুরির অল্প আঘাত লাগে প্রভাত দেবনাথের হাতে।স্থানীয় লোকজন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে এগিয়ে আসলে দৌঁড়ে পালিয়ে যায় হামলাকারী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্য অঞ্জনা পাল ঘটনাটি সত্য বলে দাবি করে তার প্রতিবাদ জানান।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ।

পুর ভোট ঃ রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ছে তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর।।শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের দিনগুলো চলে আসলেও দুষ্কৃতিকারীদের দৌলতে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হতে চলেছে গোটা তেলিয়ামুড়া পুরো এলাকায়।গত বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ৪ ও ৭ নং আসনের তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের প্রচারাভিযানে বাঁধা দানের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই পুনরায় ফের শুক্রবার সি.পি.আই.এম দলের তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ নির্বাচনের ৪নং আসনের মনোনীত প্রার্থী রাঁধা রুদ্র পালের প্রচারাভিযানে দুষ্কৃতিকারীদের বাঁধা। বাধ্য হয়ে তেলিয়ামুড়া থানার শরণাপন্ন সি.পি.আই.এম দল।

দাবি শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হোক পৌর পরিষদের নির্বাচন। খবরে প্রকাশ, আসন্ন পৌর পরিষদ নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সবকটি রাজনৈতিক দলের মতো সি.পি.আই.এম দল ও তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ৪নং আসনের মনোনীত প্রার্থী রাঁধা রুদ্র পাল কে নিয়ে প্রচারাভিযানে বের হয় দল।এমন সময় আচমকাই একদল দুষ্কৃতিকারী প্রার্থী রাঁধা রুদ্র পাল সহ সি.পি.আই.এম দলের কর্মী-সমর্থকদের বাঁধা দান করে। তখন তারা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে।পরবর্তীতে শুক্রবার বিকেল আনুমানিক তিনটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানায় সি.পি.আই.এম দলের পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এদিনের এই ডেপুটেশন প্রদানকালে সি.পি.আই.এম দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া; সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মনীন্দ্র দাস; সুভাষ নাথ; গায়ত্রী দত্ত সহ সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির অঞ্চল সম্পাদক বিজয় মোদক।এদিন তেলিয়ামুড়া থানায় তেলিয়ামুড়া থানার ও.সি নাড়ুগোপাল দেবের অনুপস্থিতিতে এস.আই প্রীতম দত্তের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া বলেন,আইনগত ভাবে যাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয় তার জন্য ভূমিকা গ্রহণ করে এই বিষয়ক একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। তবে এই দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক বাঁধাদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিযোগের তীর শাসক দল বিজেপির দিকে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা তেলিয়ামুড়া জুড়ে থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

জলের জন্য পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ নভেম্বর।। রাস্তা অবরোধের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি আদায়ের কৌশল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ভালো চোখে নেয়নি পানীয় জলের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ বসেন এলাকাবাসী।আজকের ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানাধীন বন্দোয়ার কলুয়াডেপা স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। অভি যোগ দীর্ঘ তিন মাস যাবত এলাকার প্রায় একশত পরিবার পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছে। এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এলাকার প্রধান সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। অবশেষে শুক্রবার সকাল নাগাদ পানীয় জলের দাবি নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ উদয়পুর - অমরপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বসেন।পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ অবরোধকারীদের অবরোধ প্রত্যাহারের চেষ্টা করলেও একপ্রকার ব্যর্থ হয়েই এলাকাবাসীরা পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবিতে অনড়। সাতসকালে পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধের ঘটনায় রাস্তার দু''পাশে প্রচুর সংখ্যক যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ি আটকা পড়ে যায়। অনেক ছাত্র ছাত্রীর আজকে জাতীয় যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা ছিলো পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র পৌঁছাতে পারেন নি,- ফলে পরাক সেন্টারে প্রভাব পড়তো।

থানায় হাজিরা দিলেন কুনাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ নভেম্বর।। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচনে বিজেপি পরাস্ত হওয়ার পর তৃতীয় বারের জন্য জনগণের অধিক আশীর্বাদ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে। তৃণমূলের মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে আরও চারটি মামলা রুজু করেছে যুব মোর্চার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার জনসভায় করা কুণাল ঘোষের দুটি মন্তব্যের প্রেক্ষিতে চলতি সপ্তাহে আরও তিনটি মামলা রুজু হয়েছিল। সেই সূত্রে অমরপুর, ওম্পি থানা থেকে নোটিসও পাঠানো হয়েছিল তৃণমূল নেতাকে। তারও আগে আরও দুটি মামলা হয়েছিল কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে। ফলে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে এ নিয়ে মোট ৯ টি মামলা দায়ের হয়েছিল। আর সেই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবারই ত্রিপুরার উদয়পুর ছিলেন কুণাল। এদিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। শুক্রবার ত্রিপুরায় কুণাল ঘোষকে একসঙ্গে জেরা করছে চার থানার পুলিশ। আগরতলা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে উদয়পুরের কাছে বাগমা ফাঁড়িতে জেরা চলছে বলে জানা গিয়েছে। রয়েছেন ওমপি, বীরগঞ্জ, আর কে পুর ও কাঁকড়াবন থানার তদন্তকারী অফিসাররা। ফাঁড়ি ঘিরে রেখেছে বিরাট পুলিশ বাহিনী।পুলিশের বক্তব্য: কুণাল কেন ভাষণে সীতার পাতালপ্রবেশ টেনেছেন? এটা তো ধর্মের বিষয়। কুণাল ঘোষ বলছেন: বিজেপি কেন জয় শ্রীরাম বলে তৃণমূলের উপর হামলা চালাও কেন রামরাজ্য বলছে? ওরা রাম বললে আমি কেন মা সীতার অপমান ও পাতালপ্রবেশ বলতে পারব না ?কুণালের দাবি: হয় রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহার বন্ধ হোক। অথবা পুলিশ বলে দিক রামায়ণের কোন কোন অংশ ব্যবহার করা যাবে কিংবা যাবে না। সব মিলিয়ে এদিন কুণাল ঘোষের এই সফরকে কেন্দ্র করে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো। উদয়পুর বাগমা থানা এলাকার জনগন অধীর আগ্রহে চাক্ষুস করার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন।

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর।। বেসরকারি সংস্থা গ্রিল কোম্পানি কাজ সেরে আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত তিনজন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০:৩০ নাগাদ।

প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদে জানা যায়. ইকো গাড়ি করে আমবাসা থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটির গতিবেগ অতিমাত্রায় থাকায় এদিকে কুয়াশা বৃষ্টি হওয়াতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে গাড়িতে থাকা ঘুমন্ত সহ যাত্রীরা জানান। এই দুর্ঘটনায় কিশোর দেব বাড়ি পশ্চিম চাম্পামুরা, শংকর বিশ্বাস বাড়ি নরসিংহ, এবং প্রফুল্ল দাস মাধব বাড়ী। যদিও নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল গাড়ির ড্রাইভার সহ প্রত্যেকে। একসময় তিনজনের দৌলতে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতাল কর্তব্যরত চিকিৎসক সহ সিকিউরিটি গার্ডরা ও হিমশিম খেতে হয়েছে। যদিও পুলিশ আসার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সমবায়মন্ত্রী

● আটের পাতার পর

শতাংশ সফলতা এসেছে।

লকডাউনের সময় ১৪৩টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে চাষীদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সহায়ক মূল্যে ক্রয় ও বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রামীন মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় সম্পর্কে সচেতনতা ব'দ্ধির লক্ষ্যে মার্চ ২০১৮ থেকে ৩১শে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মাধ্যমে ১৪৩টি শিক্ষন ও প্রশিক্ষন শিবির হয়েছে । ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক মার্চ ২০১৮ থেকে ৩টি ভ্রাম্যমান এ টি এম, জমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ই-স্ট্যাম্প পরিষেবা বিভিন্ন মহকুমায় চালু করেছে। ত্রিপুরা সমবায় আইন, ১৯৭৪ অনুসারে সমবায় সমিতি নিবন্ধীকরন আবেদন ইজ অব ডুয়িং বিজনেস-এর অন্তর্গত স্বাগত পোর্টালের মাধ্যমে করার সুযোগ সম্পসারন করা হয়েছে । সমবায় দপ্তরের পরিকল্পনা অনুসারে ল্যাম্পস, প্যা', প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি সহ মোট ১১৭টি সমবায় সমিতি ২০৮টি রেশনশপের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অ'লে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে । সরকারের অনুমোদন ও এনসিডিসি-র সহায়তায় ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় একসাথে ৩টি আইসিডিপি প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রায় ১০৭৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এখন পর্যন্ত ৬৪টি সমিতির পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্থায়ী সম্পদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই পরিকাঠামো সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারনের আয় ব'দ্ধি করে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সমবায় দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা এবং সমবায় নিয়ামক ডি কে চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

থানায়

● প্রথম পাতার পর

জানায় ভারতবর্ষে থেকে যদি হিন্দুর ঠাকুর ঘর ভেঙে দেওয়া হয় তবে তার জবাব কে দেবে?এজ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় কারণ শাসক দল পায়ের নিচের মাটি হারিয়ে ফেলেছে সাংবাদিক সম্মেলন করে বললেন উত্তর জেলা জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রূপময় ভট্টাচার্য।

এদিকে, আমবাসা পুর পরিষদ এলাকায় বিরোধীদলের প্রচার শয্যা নষ্ট করে দেওয়া এবং বিরোধী দলের সমর্থকদের হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।তাতে সাধারণ মানুষের মনেও তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আমবাসা পুর পরিষদের নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে গোটা আমবাসা পুর পরিষদ এলাকা। প্রায়ই ঘটে চলছে বিভিন্ন সন্ত্রাস। ইতিমধ্যেই আমবাসা পুর পরিষদের ১১ নং ওয়ার্ডে বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। গতকাল সন্ধ্যা রাতে ২ নং ওয়ার্ডে বিজেপি সমর্থিত একটি বাড়িতে দুস্কৃতিকারীরা ইট-পাটকেল দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে। শুক্রবার পুনরায় ১১ নং ওয়ার্ড এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত এক ব্যাক্তির জমির ফসল নষ্ট করে দেয় কে বা কারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা এবং আমবাসা থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনার তদন্তে এলাকায় পৌছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘিরে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ভোট পর্ব অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

বলেছে যে শুনানী করেনি হাইকোর্ট। কিন্তু, বাস্তব অন্য কথা বলছে। সুপ্রিম কোর্টে মিথ্য হলফনামা দেয়া হয়েছে। গতকাল সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, যারা নিরাপত্তা চায় তাদের নিরাপত্তা দেয়া হোক। মন্ত্রী জানান, কেউ আবেদন করেনি নিরাপত্তার জন্য। তাহলে কিভাবে পুলিশ জানবে কার নিরাপত্তা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশ ও রাজ্য সরকার কারো যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় তার জন্য সচেতন রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যকে লন্ডভন্ড করে নির্বাচনে সিপিএমকে সুযোগ করে দেয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। তৃণমূলরে দেওলিয়াপনা প্রমাণ হচ্ছে। আগরতলা পুর নিগমে যদি সব আসনে প্রার্থী দিতে পারে তাহলে রাজ্যের অন্যত্র কেন প্রার্থী দেয়া হয়নি। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যখন হলফনামা দেবে তখন বিভিন্ন সময়ে যে মামলা হয়েছে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হবে।

রিলিজ

● প্রথম পাতার পর

এমজিএনরেগা-এর অধীনে প্রতিদিন ২১২ টাকা হারে সর্বাধিক ৯৫টি কার্যদিবস দেওয়া হবে। এছাড়াও সুবিধাভোগী ৯ শতাংশ সুদের হারে ৭০,০০০ টাকা ঋণ পেতে পারেন ব্যাঙ্ক থেকে।

প্রসঙ্গত, টিনের ছাউনিযুক্ত কাঁচা বাড়িগুলি এখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। ত্রিপুরার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুমোদন দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, ৬০,০০০ পরিবার উপকৃত হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি আজ সাংবাদিকদের বলেন, যাঁদের টিনের ছাউনি ও ঘর আছে তাঁদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কোনো নিয়ম নেই। যাইহোক, ত্রিপুরা সরকার এই প্রকল্পে এই ধরনের বাড়িগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি দাবি করেছেন যে ত্রিপুরায় এমন বাড়ির জন্য ইতিমধ্যে একটি সমীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, ৮০,০০০ পরিবার উপকৃত হবে। তিনি আরও জানান, ১ লাখ ৬০ হাজার বাড়ি জরিপ চলছে। তিনি বলেন, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ এতে স্থায়ী ঘর পাবে। ঝড়বৃষ্টিতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন। এদিন তিনি দাবি করেন, সারা দেশে সেই সুবিধা পাচ্ছে একমাত্র ত্রিপুরা।

পথচারী

● প্রথম পাতার পর

তথা সন্ধ্যা মজুমদার বাড়িতে আসার পথে কোনো এক অজ্ঞাত গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে প্রত্যক্ষদর্শীরা মহিলাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে খবর দিয়ে তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় সন্ধ্যা মজুমদারকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা মজুমদারের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে জিবি হাসপাতাল স্থানান্তরিত করা হয়।এদিকে গাড়ির চালক গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যায় বলে খবর। মহিলার হাতে পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে বলে জানা গেছে।

টিম

● প্রথম পাতার পর

অতিথিদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ১৩ নভেম্বর, ০৩.০০ টায় মুখ্য সচিব এবং অন্যান্যদের সাথে বৈঠক করবেন। এজন্য স্বারাষ্ট্র সচিবকে অতিথিদের সভা সহ অতিথিদের পুরো অনুষ্ঠানের সমন্বয় করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠান অনুযায়ী চলমান সীমান্ত অবকাঠামো প্রকল্পে অতিথিদের জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করার জন্যও তাকে অনুরোধ করা হয়েছে। তাদের ত্রিপুরায় থাকার সময় সরকারী অতিথির ব্যবহারের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা করার জন্য আরও অনুরোধ করা হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগামীকাল তার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারঅস্বাভাবিক মৃত্যু থেকে গোটা এলাকা সহ পরিবারের লোকেদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে পড়েছে।

পুলিশকর্মী

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ পুলিশ আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে ১৫৩, এবং ৬ ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছিলো বলে সংবাদ জানা যায়। এদিকে ধৃত ব্যক্তিকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হলে জামিনে মুক্তি পায় বলে জানা যায়।

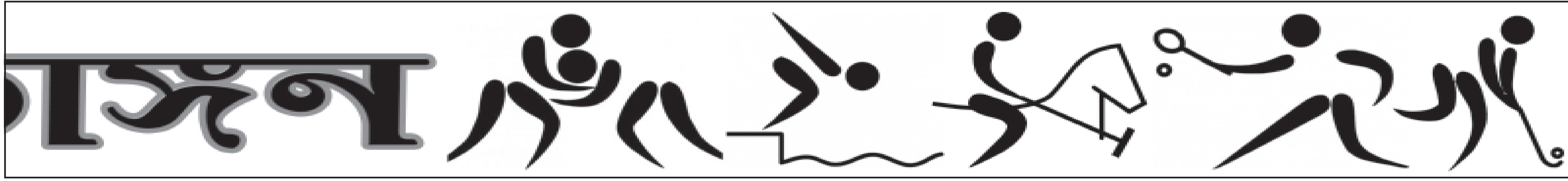

লিখটেনস্টাইনকে ৯-০ গোলে উড়িয়ে দিল কাতারের টিকেট নিশ্চিত করা জার্মানি

বায়ার্ন মিউনিখ, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ইউরো অঞ্চলের বাছাইয়ে বৃহস্পতিবার রাতে লিখটেনস্টাইনকে ৯-০ গোলে উড়িয়ে দিল আগেই কাতারের টিকিট নিশ্চিত করে জার্মানি। ম্যাচের নবম মিনিটে লিখটেনস্টাইন ১০ জনের দলে পরিণত হলে শুরু হয় জার্মানির গোল বন্যা। দিশেহারা লিখটেনস্টাইন দুবার আত্মঘাতী গোল করে। সব মিলিয়ে গোল বন্যায় ভেসে গেল তারা। নিয়মিত ছয় ফুটবলারকে ছাড়াই বড় জয়ের উৎসবে মাতল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

জার্মানির কোচ হিসেবে প্রথম ছয় ম্যাচের সবগুলো জিতে রেকর্ড গড়লেন হান্স ফ্লিক। এ ম্যাচেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দেওয়া হলো আগেই সাবেক হয়ে যাওয়া জার্মানির কোচ ইওয়াখিম লুভকে। স্ট্যান্ডে বসে তিনি উপভোগ করলেন দলের দাপুটে ফুটবল।

ভক্সওয়াগন অ্যারেনায় লিখটেনস্টাইনের দুঃস্বপ্নময় রাতের শুরু নবম মিনিটে ইয়েন্স হোফের ফাউল করে লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর থেকে। স্পট কিক থেকে ইলকাই গিনদোয়ান এগিয়ে নেন জার্মানিকে। ডানিয়েল কাফমানের ২০তম মিনিটের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান হয় দ্বিগুণ। এরপর এক মিনিটের ব্যবধানে আরও দুই গোল হজম করে কোণঠাসা হয়ে পড়ে লিখটেনস্টাইন। ২২তম মিনিটে লেরয় সানে ও ২৩তম মিনিটে মার্কো রয়েস লক্ষ্যভেদ করেন। নিজেদের মাঠে বড় জয়ের পথে ছুটতে থাকে জার্মানরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান আরও বাড়ান সানে। ৭৬ থেকে ৮৯-এই ১৩ মিনিটে আরও চার গোল হজম করে লিখটেনস্টাইন। গোল বন্যার এ পর্বের শুরু টমাস মুলারের হাত ধরে। এরপর ৮০তম মিনিটে রিডল বাকু, ৮৬তম মিনিটে মুলার আরও একবার লক্ষ্যভেদ করেন। সবশেষ আত্মঘাতী গোল করেন মাক্সিমিলিয়ান গাপেল!

এ নিয়ে ৯ ম্যাচে ৮ জয় ও এক হারে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইয়ে 'জে' গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে জার্মানি। অষ্টম হারের তেতো স্বাদ পাওয়া লিখটেনস্টাইন ১ পয়েন্ট নিয়ে আছে তলানিতে। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কলম্বিয়াকে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল ব্রাজিল

সাও পাওলো, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : ১২ ম্যাচ, ১১ জয়, ২৭টি গোল করে ও মাত্র চারটি গোল হজম করে যোগ্যতা অর্জন পর্বের অসামান্য পরিসংখ্যানের সঙ্গে প্রথম লাতিন আমিরকান দল হিসেবে পরের বছর কাতার বিশ্বকাপে নিজেদের জায়গা পাকা করল ব্রাজিল। বিশ্বকাপ যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্তিনার মুখোমুখি হওয়ার আগেই বিশ্বকাপের টিকিট পাকা করলে সেলেসাওরা।

বৃষ্টিস্নাত ম্যাচে দুই দলই খুব এক ফিজিকাল ম্যাচ খেলে যার মধ্যে ৪৪টা ফাউল এবং সাতটি হলুদ কার্ড দেখা যায়। চেনা ছন্দে কোনও দলকেই দেখা না গেলেও কলম্বিয়ার হয়ে উইলমার বারোস ও ডুভান জাপাটার শট ব্রাজিল গোলের ওপর দিয়ে চলে যায় এবং ব্রাজিলের হয়ে অল্পের জন্য মার্কুইনসের হেডারও পোস্টের বাইরে যায়। ড্যানিলোর শট পোস্টে লাগে যা এই অর্ধের সেরা সুযোগ ছিল। ম্যাচের ভাগ্য বদলাতে ভিনিসিয়াস জুনিয়র, অ্যান্টনি এবং ম্যাথিয়াস কুনিয়াকে নামান দ্বিতীয়ার্ধে নামান ব্রাজিল কোচ তিতে।

ম্যাচের রং অবশ্য তাতে বদলায়নি। পরিচিত লাতিন আমেরিকান স্কিলফুল ফুটবলের বদলে ধাক্কাধাক্কিতে ম্যাচে ফিজিকাল ভাবটাই বজায় ছিল। অবশেষে ৭২ মিনিটে নেইমারের পাস থেকে প্রত্যাশিত দুরন্ত স্কিল দেখিয়ে কলম্বিয়া গোলরক্ষক ডেভিড ওসপিনাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন লুকাস পাকুইতা। ম্যাচে আর কোনও গোল না হওয়ায় ১-০ ব্যবধানে জয়ী হয় ব্রাজিল। এই নিয়ে শেষ নয়টি বিশ্বকাপ যোগ্যতাপর্বের ম্যাচে ব্রাজিল তারকা নেইমার অষ্টম অ্যাসিস্ট দেন। পাশপাশি সাতটি গোলও করেছেন তিনি। এটি ঘরের মাঠে যোগ্যতাপর্বের ম্যাচে ব্রাজিলের নাগাড়ে ১১তম জয় ও ১০ নম্বর ক্লিনশিট। লাতিন আমেরিকা থেকে যোগ্যতাপর্বের পর সেরা চার দল বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে এবং পঞ্চম দলকে খেলতে হবে কোয়ালিফায়ার। অপরাজিত ব্রাজিল ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রপ শীর্ষে থেকেই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল। পরের ম্যাচে নেইমাররা মুখোমুখি হবেন আরেক অপরাজিত দল আর্জেন্তিনার।

ঘোষিত হল কমনওয়েলথ ক্রিকেটের ক্রীড়াসূচি

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : এই প্রথমবার কমনওয়েলথ গেমসে মেয়েদের টি-২০ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত হল কমনওয়েলথ গেমস ক্রিকেটের ক্রীড়াসূচি। ২৯ জুলাই ইভেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। প্রথম ম্যাচে হরমনপ্রীতদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। টুর্নামেন্টের ফাইনাল অর্থাৎ গোল্ড মেডেল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ৭ আগস্ট। ভারত কমনওয়েলথ ক্রিকেটের এ-গ্রুপে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও এ-গ্রুপে ভারত মাঠে নামবে বার্বাডোজ ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। বি-গ্রুপে রয়েছে নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। বি-গ্রুপের চতুর্থ দলের নাম জানানো হয়নি এখনও। ভারত ৩১ জুলাই মাঠে নামবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ৩ আগস্ট হরমনপ্রীতরা মুখোমুখি হবেন বার্বাডোজের। টুর্নামেন্টের ২টি সেমিফাইনাল ম্যাচ আয়োজিত হবে ৬ আগস্ট। ৭ তারিখ ফাইনালের আগে অনুষ্ঠিত হবে ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচ। টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এজবাস্টনে। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার কমনওয়েলথ গেমসে মেয়েদের টি-২০ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক ইংল্যান্ড গ্রুপ লিগের তিনটি ম্যাচ খেলবে যথাক্রমে ৩০ জুলাই (কোয়ালিফায়ার), ২ আগস্ট (দক্ষিণ আফ্রিকা) ও ৪ আগস্ট (নিউজিল্যান্ড)।

বিজ্ঞপ্তি

Ref :- BRG PS Case No.2021 BRG 069, Dated 10/11/2021, u/s-279/304(A) IPC.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ মৃতদেহের। যার বয়স অনুমান ৫৩ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, মুখমণ্ডল - গোলাকার, গায়ের বর্ণ - কালো। উক্ত পুরুষ লোকটিকে গত ইং ১০-১১-২০২১ তারিখ সকালবেলা বীরগঞ্জ থানার পুলিশ মুন্ডাপাড়া, থাক ছড়া (অমরপুর-উদয়পুর রাস্তা) হইতে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করিয়া অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়া যায় এবং সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক উক্ত ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করে। ধারণা করা হচ্ছে কোন অপরিচিত মোটর যান উক্ত ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যায়, এতে উক্ত ব্যক্তির মাথায় গুরুতর আঘাতের দরুণ মৃত্যু হয়। বর্তমানে উক্ত মৃতদেহটি অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে আছে।

উক্ত পুরুষ লোকটির সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকিলে ও তাহার কোন আত্মীয় স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের নম্বর
১) এসপি (ডি.আই.বি) গোমতী।
— ০৩৮২১-২২৩৫৫১/ ৯৪০২১১৯৬১৩
২) ও.সি বীরগঞ্জ থানা
— ৮৮৩৭৩১৬১৫২

স্বাঃ- অস্পষ্ট
পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

ICA-D-1241/2021-22

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ড্র করল পর্তুগাল

ডাবলিন, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ড্র করে পয়েন্ট হারাল পর্তুগাল। পয়েন্ট হারালেও গ্রুপের শীর্ষে উঠেছে ফের্নান্দো সান্তোসের দল। ডাবলিনে বৃহস্পতিবার রাতে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইয়ে 'এ' গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আয়ারল্যান্ড ও পর্তুগাল। খেলার ফল গোলশূন্য ড্র হয়। ডিফেন্ডার পেপের লাল কার্ডে শেষ দিকে ১০ জনে খেলতে হয় পর্তুগালকে। তবে পয়েন্ট হারালেও গ্রুপের শীর্ষে উঠেছে ফের্নান্দো সান্তোসের দল। সাত ম্যাচে তাদের সমান ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সার্বিয়া। এদিন ম্যাচের শুরুর দিকে বল দখলে আধিপত্য রেখেছিল পর্তুগাল। তবে ম্যাচের শেষ পর্যন্ত কোনও পক্ষই গোলের মুখ খুলেত পারেনি। ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ে ১০ গ্রুপের শীর্ষ ১০ দল সরাসরি পাবে ২০২২ বিশ্বকাপের টিকিট। -হিন্দুস্থান সমাচার /

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে গ্রিসকে হারিয়ে এগিয়ে গেল স্পেন

এথেন্স, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে গ্রিসকে হারিয়ে ভাগ্য বদলে দিল স্পেন। গ্রিসকে তাদেরই মাঠে ১-০ গোলে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপে খেলার পথ সুগম করেছে লুইস এনরিকের দল। এই জয়ের ফলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে স্পেন।

এথেন্সের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে বাছাইয়ের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে স্পেন। প্রথমার্ধে একমাত্র গোলটি করেন পাবলো সারাবিয়া। আগের ম্যাচে সুইডেনের হোঁচটে শীর্ষে ওঠার পথ পেয়ে গেল স্পেন। চোট আঘাতের দলের শক্তি অনেকাংশে কমলেও সুযোগটা কাজে লাগাতে ভুল করেনি তারা। গ্রিসকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপে খেলার পথ সুগম করেছে লুইস এনরিকের দল।

গ্রিকদের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ১-১ ড্র করেই বাছাইয়ের অভিযান শুরু হয়েছিল স্পেনের। দুই রাউন্ড পর সুইডেনের মাঠে হেরে বিশ্বকাপে সরাসরি ওঠার পথটা কঠিন করে তোলে তারা। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সবকিছু আবার পাল্টে গেল। এ দিনের প্রথম ম্যাচে জর্জিয়ার মাঠে সুইডেন হেরে যাওয়ায় এবং এখানে স্পেন জেতায় বিশ্বকাপে ওঠার লড়াইয়ের ভাগ্য এখন স্পেনের হাতে। সুইডেনের বিপক্ষে শেষ রাউন্ডে হার এড়ালেই কাতারের টিকেট পাবে ২০১০ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নরা।সাত ম্যাচে পাঁচ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে স্পেন। সমান ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সুইডেন। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন মিতালি-হরমনপ্রীতরা

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : বিশ্বকাপের আগে নতুন বছরে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। ফেব্রুয়ারির এই এই সফরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১টি টি-২০ ও ৫টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবেন মিতালি-হরমনপ্রীতরা। এই দ্বি-পাক্ষিক সিরিজের পরেই দু''দল বাকি ৬টি দলের সঙ্গে বিশ্বকাপের আসরে যোগ দেবে। স্বাভাবিকভাবেই দু''দলের কাছে এটিই হতে চলেছে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজ। একমাত্র টি-২০ ম্যাচটি খেলা হবে ৯ ফেব্রুয়ারি নেপিয়ারে। ১১ ফেব্রুয়ারি সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ান ম্যাচ আয়োজিত হবে যথাক্রমে ১৪ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি নেলসনে। সিরিজের শেষ ২টি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলা হবে ২২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি কুইন্সটাউনে।

যদিও ভারত যে তিনটি মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বি-পাক্ষিক সিরিজের ম্যাচগুলি খেলবে, তার কোনওটিতে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজিত হবে না। সেদিক থেকে পরিবেশের সঙ্গে সড়গড় হওয়ার সুযোগ থাকলেও বিশ্বকাপের মাঠগুলির পিচের গতি ও বাউন্সের সঙ্গে আগে থেকে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে না মিতালিদের সামনে।

ভারতীয় মহিলা দলের নিউজিল্যান্ড সফরের সূচি:-
একমাত্র টি-২০: ৯ ফেব্রুয়ারি (নেপিয়ার)
প্রথম ওয়ান ডে: ১১ ফেব্রুয়ারি (নেপিয়ার)
দ্বিতীয় ওয়ান ডে: ১৪ ফেব্রুয়ারি (নেলসন)
তৃতীয় ওয়ান ডে: ১৬ ফেব্রুয়ারি (নেলসন)
চতুর্থ ওয়ান ডে: ২২ ফেব্রুয়ারি (কুইন্সটাউন)
পঞ্চম ওয়ান ডে: ২৪ ফেব্রুয়ারি (কুইন্সটাউন)
---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

NOTICE INVITING TENDER

The Executive cum member Secretary, RKS, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites Tender from Agency, Firm, Authorized dealers, In the state of Tripura for the supply of **"Consumables & General items"** for the use of Agartala Govt. Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala-799006, Tripura .Through publishing in news paper. The Earnest Money (Refundable) are to be paid through Bank Draft/ Demand Draft and The last date of bid submission is up to 12.00 noon, of 30th NOVEMBER, 2021.

Executive cum Member Secretary (RKS) I/c
& Head of Office, GMC, Agartala

ICA-C-2618/2021-22

NOTIFICATION

Applications are hereby invited from the eligible female candidates for the engagement of Anganwadi Worker & Anganwadi Helper on purely temporarily basis through WALK-IN-INTERVIEW to be held on 09-12-2021 and 10-12-2021 at 11.00 AM onwards respectively in the office of the BDO, Hrishyamukh R.D.Block South Tripura along with filled in prescribed application form (available in the office of the undersigned) with all necessary documents.

: Details of vacancy in Anganwadi Centres :

Sl. No	Name of Gram Panchayet/Village Council	Name of AWC	Name of Block	No of Vacant Post of Anganwadi Worker (AWW)	No of Vacant Post of Anganwadi Helpers (AWH)
1	2	3	4	5	6
1	Krishnanagar	Shibpur	Hrishyamukh	1(One)	Nil
2	Bashpadua	Amzadnagar	Hrishyamukh	1(One)	Nil
3	Joyketpur	Shilcolony	Hrishyamukh	1(One)	Nil
4	Dhananjoynagar	Mahim Tripura Para	Hrishyamukh	1(One)	Nil
5	Dhananjoynagar	Sripur Mog Para	Hrishyamukh	1(One)	Nil
6	Mohininagar	Takkabari	Hrishyamukh	1(One)	Nil
7	Joyketpur	Joyketpur	Hrishyamukh	Nil	1(One)
8	Matai	Matai Bazar	Hrishyamukh	Nil	1(One)
9	North-Sonaichari	Ram Ch.Reang Para	Hrishyamukh	Nil	1(One)
10	Dhananjoynagar	Sripur Mog Para	Hrishyamukh	Nil	1(One)
11	Mohininagar	South Champaknagar	Hrishyamukh	Nil	1(One)

Eligibility Criteria:
Educational Qualification: Madhyamik Passed for Anganwadi Workers (AWWs) & Cass-VW Passed for Anganwadi Helpers (AWHs) Age: 18-45 years as on 15-11-2021 and 5(Five) years relaxation for SC/ST/Divangjan (Differently able) candidates (same for both Anaganwadi workers/Anganwadi Helpers) Normal residence for the.village /ADC where the AWC is located and belongs to feeder villages of the Anganwadi area .If the candidates are not available within the feeder area then application may be granted from the desirous candidates residing within the area of the concerned Gram Panchyat /Village Council. Marital Status: Candidate must be married or Widow (same for both Anaganwadi worker & Anganwadi Helper). In case of married women Marriage Certificate requires from the competent authority and in case of widow the death certificate of husband should be attached with the filled in application.
Procedure of selection: Walk-In-Interview.
Honorarium: Rs.4,500/-(Four Thousand five hundred) for Anganwadi workers & Rs.2,250/- (Two thousand Two Hundred Fifty) for Anganwadi Helper per month along with time to time ADA when applicable.
Application will be received from 15-11-2021 to 30-11-2021 except holidays from 11 AM to 4 PM.
The applicants have to submit the self attested copies of testimonials /certificates of the followings along with prescribed form ---
i)Citizenship Certificate/ PRTC,
ii) DOB Certificate/ Madhyamik Admit Card,
iii) Panchayet/Village ORR Certificate (not earlier of six months w.e.f. 15-11-2021),
iv) Madhyamik Pass Certificate for Anganwadi Worker.
School passed certificate for Anganwadi Helper which should be signed by concern school Headmaster and duly countersigned by the Inspector of School.
v) Ration Card
vi) Disability Certificate if applicable,
vii) Caste Certificate if applicable
viii) Two copy of recent passport size colour photograph of the candidate duly self attested by herself in the overleaf.
No TA /DA is admissible for appearing in the Walk-In-Interview.
Last date of submission of the application is 30-11-2021 up to 4 PM.
Date of Interview: 09-12-2021 for Anganwadi Wokers and 10-12-2021 for Anganwadi Helpers (11 AM onwards)
Venue: The Office of the BDO, Hrishyamukh R.D.Block,South Tripura.
N.B: In any unavoidable circumstances the Walk-in-Interview process may be postponed /cancelled without showing any reason. The authority reserves the right to make any alter in the walk-in-interview advertisement if requires in any time without showing any reasons. For more details please visit office of the CDPO, Hrishyamukh RD Block from 15-11-2021 to 30-11-2021 between 11.00 AM to 4.00 PM in working days.

Sd-(PANKAJ DATTA)
CDPO
Hrishyamukh ICDS Project
South Tripura

ICA-D-1242/2021-22

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট দল ঘোষণা ভারতের, প্রথম ম্যাচের ক্যাপ্টেন রাহানে

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। প্রথম টেস্টে অধিনায়ক করা হয়েছে অজিঙ্ক রাহানেকে। দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন বিরাট কোহলী। সেই ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন তিনিই। গোটা সিরিজেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে রোহিত শর্মাকে। সহ-অধিনায়ক চেতেস্বর পুজারা। দলে ফিরলেন ঋদ্ধিমান সাহা। বিশ্রামে পাঠানো হয়েছে ঋষভ পন্থকে। উইকেটরক্ষক হিসেবে ডাক পেলেন শ্রীকর ভরতও। টেস্ট দলে ফিরলেন জয়ন্ত যাদব। দলে নেওয়া হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকে।

বিশ্রামে পাঠানো হয়েছে যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ শামিকেও। পেসারদের মধ্যে দলে রয়েছেন ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং উমেশ যাদব। স্পিন বিভাগ সামলাবেন রবীন্দ্র জাডেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর পটেল এবং জয়ন্ত যাদব। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু প্রথম টেস্ট। কানপুরে হবে সেই ম্যাচ। দ্বিতীয় টেস্ট মুম্বইয়ে। ৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু সেই টেস্ট।

PNIT NO: 14/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2021-22.
Dated- 08/11/2021
The Executive Engineer. RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District. Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 22/11/2021 for 07 (Seven) nos. Work Tender. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact- eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent comgendum will be available in the website only.

Sd/- (Er. D. C. Jamatia)
Executive Engineer
RD Amarpur Division

ICA-C-2625/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে মূর্তি পাড়ায় জোর প্রস্তুতি। ছবি নিজস্ব।

আগরতলায় জনজাতি ছাত্রীদের সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং-এ আবাসিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ও নবগুরুকূল ফাউণ্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে গত ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ১৮ মাসের সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং-এ বিনামূল্যে আবাসিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম। আগরতলায় শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের ক্যাম্পাসে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দশম শ্রেণী উর্ত্তীর্ণ জনজাতি ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করছে। বেসরকারি স্টার্ট-আপ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগে প্রান্তিক ক্ষেত্রের মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের লীডারশীপ ও ইংলিশ স্পীকিং-এ দক্ষতা অর্জনের জন্যও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছ। যাতে তারা আত্মনির্ভর হতে পারে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রীদের এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর নবগুরুকূল ফাউণ্ডেশনের সাথে যৌথভাবে অনলাইনীনিং-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্বাচন করেছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সম্পর্ণ ব্যয় নবগুরুকূল ফাউণ্ডেশন বহন করছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা 'মাইণ্ড ট্রি', 'থ ওয়ার্কস' 'অনএকাডেমি'র মত সংস্থায় কাজ করার সুযোগ পেতে পারে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পাঞ্জাব নেশন্যাল ব্যাঙ্কের অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ নভেম্বর।। পাঞ্জাব নেশানাল ব্যাংক একটি কর্পোরেট ব্যাংক এই ব্যাংক শুধু ব্যাংকিং পরিষেবার সাথেই যুক্ত নয় এই ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসেবে তার লভ্যাংশের একটা অংশ সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য ব্যয় করে থাকে।পাঞ্জাব নেশনালব্যাংক রাজ্যের ৮ টি জেলাতেই তাদের এই উন্নয়ন মূলক কাজ গুলি করবে এবং ইতিমধ্যে সদর এবং গোমতী জেলায় তাদের অনুদান জেলার জেলা শাসকদের হাতে তুলে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় বিলোনিয়া জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক ,জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ, মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক দক্ষিণ জেলা ডাক্তার জগদীশ নম:ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত রায়,ডিস্ট্রিক্ট মেনাজার হানসিকা সাহা সহ বিলোনিয়া শাখার সঞ্চালক দিবাকর কুমার ও বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত রায় ১০,৪৮,৮৬৪ টাকার চেক ডিএম সাজু ওয়াহিদের হাতে তুলে দেন, এছাড়া কিছু মেডিক্যাল যন্ত্রাংশ সিএমও সাউথ ডাক্তার জগদীশ নম: র হাতে তুলে দেওয়া হয়।কনফারেন্স হলে বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, ডিএম সাজু ওয়াহিদ ও সিএমও সাউথ প্রত্যেকে পাঞ্জাব নেশনেল ব্যাংকের এই মহতী উদ্যোগ এর জন্য ভুয়সী প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন আগামীদিনে ও যাতে পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাংকের এই ধরনের উদ্যোগ জারি রাখে ।

সাপ্তাহিক হাজিরা দিতেই হবে, ফের এনসিবি দফতরে শাহরুখ পুত্র আরিয়ান

মুম্বই, ১২ নভেম্বর (হি.স.): জামিনের অন্যতম শর্ত ছিল, প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার এনসিবি-র দফতরে হাজিরা দিতেই হবে। তাই শুক্রবার এনসিবি দফতরে হাজিরা দিলেন বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। এদিন দুপুরে কালো জ্যাকেট পরে কেন্দ্রীয় মাদক নিয়ন্ত্রক ব্যুরোর ব্যালাড এস্টেটের অফিসে হাজির হন আরিয়ান। এদিন এনসিবি-র দফতরে সাপ্তাহিক হাজিরা দিতে পৌঁছন আরিয়ান।

গত ২৮শে অক্টোবর বম্বে হাইকোর্ট প্রমোদতরী মাদককাণ্ডে গ্রেফতার আরিয়ান খানের জামিন মঞ্জুর করেছিল। তবে জামিনের পরিবর্তে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে এই তারকা পুত্রের উপর।

অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম স্বস্তিতে সাধারণ মানুষের

মুম্বই, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : দেশের বড় শহরগুলিতে ফের একই রইল পেট্রল ডিজেলের দাম। দীপাবলির আগে কেন্দ্র পেট্রল ডিজেলের এক্সাইজ ডিউটিতে ছাড় দেওয়ার পরে বাড়েনি পেট্রল-ডিজেলের দাম। সেদিন থেকেই অপরিবর্তিত রয়েছে দাম। তবে একাধিক রাজ্যে ভ্যাট কমায় সেই দাম আরও কিছুটা কমে। দেশের বড় শহরগুলিতে টানা আট দিন দাম রয়েছে একই।

কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রলের দাম রয়েছে ১০৪ টাকা ৬৭ পয়সা। অন্যদিকে ডিজেলের দাম রয়েছে প্রতি লিটারে ৮৯ টাকা ৭৯ পয়সা। দিল্লিতে সস্তা রয়েছে জ্বালানি। রাজধানী শহরে ডিজেলের দাম রয়েছে ৮৬ টাকা ৬৭ পয়সা প্রতি লিটার। অন্যদিকে, প্রতি লিটার পেট্রের দাম রয়েছে ১০৩ টাকা ৯৭ পয়সা। এক্সাইজ ডিউটিতে ছাড় দেওয়ার পরেও জ্বালানির দামে আগুন মুম্বইতে। মেট্রো শহরগুলির মধ্যে মুম্বইতেই দাম সর্বাধিক। মুম্বইতে পেট্রল বিকোচ্ছে লিটার প্রতি ১০৯ টাকা ৯৮ পয়সা দরে। ডিজেলের দাম রয়েছে ৯৪ টাকা ১৪ পয়সা প্রতি লিটার। চেন্নাইতে পেট্রলের দাম রয়েছে লিটার প্রতি ১০১ টাকা ৪০ পয়সা। পাশাপাশি ডিজেলের দাম রয়েছে ৯১ টাকা ৪৩ পয়সা।

সোনিয়া সকাশে সচিন, কংগ্রেস নেতা বললেন রাজস্থানে দলকে মজবুত করতে হবে

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলট। শুক্রবার ১০, জনপথে গিয়ে সোনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সচিন পাইলট। বেশ কিছু সময় উভয়ের মধ্যে এই বৈঠক চলে। বৈঠক শেষে সচিন পাইলট জানিয়েছেন, রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের জন্য দু""বছরের কম সময় বাকি। এ জন্য সংগঠনকে আমরা মজবুত করতে চাই। ২০২৩ সালে পুনরায় সরকার গঠনের জন্য এটা আবশ্যিক। অভিজ্ঞতা, দক্ষতার ভিত্তিতে দল বিচার করবে।

বিতর্কিত মন্তব্য করে অস্বস্তিতে কঙ্গনা, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে তোপ মালিকের

মুম্বই, ১২ নভেম্বর (হি.স.): 'ভারত স্বাধীন হয়েছে ২০১৪ সালে', বিতর্কিত এই মন্তব্য করে বেজায় অস্বস্তি পড়লেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। কঙ্গনা রানাউতকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী এবং এনসিপি নেতা নবাব মালিক। এমনকি কঙ্গনার পদ্মশ্রী পুরস্কার ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যও কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন নবাব মালিক। শুক্রবার নবাব মালিক বলেছেন, 'অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করছি আমরা। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করেছেন। কঙ্গনার কাছ থেকে পদ্মশ্রী ফিরিয়ে নেওয়া উচিত কেন্দ্রের এবং তাঁকে গ্রেফতার করা উচিত।' ১৯৪৭ সালে যা এসেছিল, তা ভিক্ষা। ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে ২০১৪ সালে।' একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেছেন সদ্য পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। আর এই মন্তব্য ঘিরেই তোলপাড় রাজনীতির ময়দান। এবার কঙ্গনাকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক। কঙ্গনাকে খোঁচা দিয়ে নবাব মালিক আরও বলেছেন, 'মনে হচ্ছে মালানা ক্রিমের অনেক বেশি ডোজ নেন কঙ্গনা রানাউত।'

চেন্নাই থেকে বৃষ্টির সতর্কতা প্রত্যাহার, এবার ভিজবে কেরল ও অন্ধ্র উপকূল

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): গত শনিবার অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। বৃষ্টির জলে এখনও জলমগ্ন চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ প্রান্ত। এমতাবস্থায় একটু স্বস্তির খবর, চেন্নাই থেকে ভারী বৃষ্টির ""লাল সতর্কতা"" প্রত্যাহার করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এবার বৃষ্টিতে ভিজবে কেরল ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল। শুক্রবার আইএমডি দিল্লির বিজ্ঞানী আর কে জেনামানি জানিয়েছেন, 'চেন্নাই থেকে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কেরল ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৩ ও ১৪ নভেম্বর দক্ষিণ আন্দামান সাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হতে পারে।'

গণধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী সহ তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

লখনউ, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : গণধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী গায়ত্রী প্রসাদ প্রজাপতি ও তাঁর দুই সহযোগীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আরও দুই অপরাধী হলেন, আশিস শুক্লা এবং অশোক তিওয়ারি। শুক্রবার এই রায় ঘোষণা করেন লখনউয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক পি কে রাই।

গণধর্ষণের অভিযোগে বুধবারই দোষী সাব্যস্ত করেছিল লখনউয়ের বিশেষ আদালত। আজ শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী গায়ত্রী প্রসাদ প্রজাপতি ও তাঁর দুই সহযোগীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক পি কে রাই। সমাজবাদী পার্টির নেতা গায়ত্রী রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আরও দুই অপরাধী হলেন, আশিস শুক্লা এবং অশোক তিওয়ারি।

এই ধর্ষণের অভিযোগে ২০১৭-র মার্চ মাসে গ্রেফতার হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন এক মহিলা। পুলিশকে তিনি জানিয়েছিলেন, ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকে গায়ত্রী ও তাঁর দুই সহযোগী মিলে তাঁকে গণধর্ষণ করে। এমনকী তাঁর মেয়েকেও শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। ওই মহিলার অভিযোগ সামনে আসার পরই উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে যায়।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে বাধ্য হয় গৌতমপল্লী থানার পুলিশ। ২০১৭-র ফেব্রুয়ারিতে এফআইআর হওয়ার পরই গ্রেফতার হন গায়ত্রী। দীর্ঘদিন জেলেই ছিলেন। ওই মামলায় গত বুধবার দোষী সাব্যস্ত হন সপা নেতা-সহ আশিস এবং অশোক। এঁদের মধ্যে আশিস ছিলেন আমেঠির রেভেনিউ ক্লার্ক। অন্যদিকে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের কাজ করতেন তিওয়ারি। গণধর্ষণের মামলায় তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হলেও প্রমাণের অভাবে চারজন ছাড়া পেয়ে যান।

আগরতলায় আন্তর্জাতিক বিপর্যয় ঝুঁকি প্রশমন দিবস উপলক্ষে আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। আগরতলার উমাকান্ত একাডেমী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের কনফারেন্স হলে গতকাল আন্তর্জাতিক বিপর্যয় ঝাঁকি প্রশমন দিবস-২০২১ উপলক্ষে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা জিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অলক ভ-াচার্য দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতির শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি সম্ভাব্য দুর্যোগের জন্য কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্টেট নোডাল অফিসার শরৎ কুমার দাস বলেন, বিপর্যয় যেকোন সময় আসতে পারে। এজন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বিপর্যয় দেখা দিলে যাতে ক্ষয় ক্ষতি কম হয় সে দিকে নজর রেখেই আগাম প্রস্তুতি নিতে হয়। আলোচনাচক্রে 'ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান থো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং' বিষয়ে আলোচনা করেন সিবিও সুমন দেব, শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি উত্তম কুমার দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার দেবাশিস দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিক পিংকি পাল। এ উপলক্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে।

বিগত ৭ বছরে দেশে ১৯ গুণ বেড়েছে ডিজিটাল লেনদেন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): বিগত ৭ বছরে দেশে ১৯ গুণ বেড়েছে ডিজিটাল লেনদেন। গোটা দেশে ইউপিএ ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করে এমনটাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আরবিআই-এর দু""টি গ্রাহক-কেন্দ্রিক কর্মদ্যোগ- আরবিআই রিটেইল ডাইরেক্ট স্কিম এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-ইন্টিগ্রেটেড ওমবডসম্যান স্কিমের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভার্চুয়ালি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাসও। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'অতি অল্প সময়ে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ইউপিআই। মাত্র ৭ বছরেই ভারতে ১৯ গুণ বেড়েছে ডিজিটাল লেনদেন। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্কিং সিস্টেম ২৪ ঘন্টা, ৭ দিন এবং ১২ মাসই চলছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '৬-৭ বছর আগে ব্যাঙ্কিং, পেনশন, বিমা সমস্ত কিছুই ভারতের এক্সক্লুসিভ ক্লাবের মতো ছিল। দেশের সাধারণ মানুষ, দরিদ্র পরিবার সকলের আয়ত্তের বাইরে ছিল।' ব্যাঙ্কিং সেক্টরকে মজবুত করার ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাঙ্কেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিগত ৭ বছরে দেশের অর্থব্যবস্থা ও পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্র কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিগত ৭ বছরে, এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) স্বচ্ছতার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থা এবং পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিতে একাধিক সংস্কার করা হয়েছে।'

আজ মাইবাঙে অস্ত্র সংবরণ করবে ডিমাসা জনগোষ্ঠীয় জঙ্গি দল ডিএনএলএ

হাফলং (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : উগ্রপন্থী-শূন্য জেলা হতে চলছে ডিমা হাসাও জেলা। ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের উগ্রপন্থী সংগঠন আগামীকাল শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে ফিরতে চলছে।

ডিএইচডি (জে) এবং ডিএইচডি-র পর এবার ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনও অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রতো ফিরে আসছে। মাইবাং মহকুমার খেপ্রে খেলার মাঠে আগামীকাল শনিবার ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি জঙ্গি সংগঠনের চেয়ারম্যান ইতিকা ডিফুসা, প্রধান সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধচান হাফলংবার এবং জঙ্গি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রীতমজিৎ জিডুং-এর নেতৃত্বে শনিবার এই অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে খেপ্রেতে। অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠানে রাজ্যের এক মন্ত্রী, রাজ্য পুলিশের বিশেষ শাখার এডিজিপি হীরেন নাথ উপস্থিত থাকার কথা। তাছাড়া ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের অস্ত্র সংবরণ অনুষ্ঠানে থাকবেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা, নবাগত জেলাশাসক নাজরিন আহমেদ, পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং প্রমুখ।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৭ সেপ্টেম্বর ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন সরকারের সঙ্গে একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল। এর পর ২৮ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে গুয়াহাটিতে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের অধ্যক্ষ ইতিকা ডিমাসা যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল। এর ভিত্তিতেই আগামীকাল ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরবে।

১৪-২০ নভেম্বর ৬৮তম সমবায় সপ্তাহ উদযাপন করা হবে ঃ সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। রাজ্যে সমবায়ের মাধ্যমে সম'দ্ধি' এই ভাবনায় ১৪-২০ নভেম্বর সপ্তাহব্যাপী ৬৮তম সমবায় সপ্তাহ উদযাপন করা হবে। আজ মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল সমবায়ের প্রেক্ষাপট ও রাজ্যে সমবায়ের ভূমিকা নিয়ে আলোপাত করেন। সমবায় মন্ত্রী জানান, ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি এবং ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির ৫০ তম বৎসরের স্বীক'তি উপলক্ষে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে সমগ্র দেশের সঙ্গে 'আজাদি কা অম'ত মহোৎসব'- উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে এই বছর সারা রাজ্যে সপ্তাহব্যাপী সমবায় সপ্তাহ পালন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, আগামী ১৪ নভেম্বর আগরতলা টাউনহলে সপ্তাহব্যাপি সমবায় সপ্তাহ উদযাপনের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও সপ্তাহব্যাপি সমবায় সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ১৫ নভেম্বর ঊনকোটি জেলার নজরুল কলাকেন্দ্র (ফটিকরায়), ১৬ নভেম্বর উত্তর ত্রিপুরা জেলার চিন্তা লোহার সদন কমিউনিটি হলে(হাফলং), ১৭ নভেম্বর খোয়াই জেলার লোটাস মে'(কল্যানপুর) এবং সিপাহীজলার লীলা দেব ম'তি কমিউনিটি হল(চড়িলাম), ১৮ নভেম্বর ধলাই জেলার সালেমা কমিউনিটি হলে, ১৯ নভেম্বর গোমতী জেলার পিআরটিআই(গকুলপুর) ও ২০ নভেম্বর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বসুন্ধরা হল(মনুবাজার) জেলা ভিত্তিক সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, সমবায় সপ্তাহ উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবায়ের কাজকর্মের উপর আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে বিগতদিনের ভুলত্রটি ও সাফল্য চিহ্নিতকরণ, যাতে করে সমবায়ের সঙ্গে যুক্তরা অনুপ্রানিত হন এবং যথাযথ আন্তরিকতা ও উদ্যোগের মাধ্যমে স্ব স্ব সমবায়ের সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনৈতিক বিকাশকে তরান্বিত করতে পারেন। সম্পতি কেন্দ্রীয় সরকার সমবায়কে প'থক মন্ত্রনালয় হিসেবে স্বীক'তি দিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় মোট ২১৭০টি বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সক্রিয় সমবায় সমিতিসমূহ গ্রামীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ।তিনি বলেন, সমবায় দপ্তর ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক ক'ষক, মহিলা, যুবক তথা সমাজের অগ্রসর শ্রেণীর স্বরোজগারের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে আগামি ২ বছরে নতুন ৩,৫০০ সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। সমবায় সমিতি গঠনে উদীয়মান ক্ষেত্রের অন্তর্গত মৎস্য, প্রানীসম্পদ, ট্যুরিজম, হাউসিং ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেই অনুসারে প্রতিটি জেলা সমবায় অফিসে নতুন সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, নতুন সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশনের পর সমিতির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি সমবায় দপ্তরের উল্লখযোগ্য সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে জানান, রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রাম প'ায়েত এবং এ ডি সি ভিলেজে অন্তত একটি করে সমবায় সমিতি গঠন করার ক্ষেত্রে ১০০

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিআরটিসির এমডির সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হন সংস্থার পেনশনার্সরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।